# জৈববৈচিত্র্য আইন, 2002

এবং

# জৈববৈচিত্র্য নিয়মাবলী, 2004

জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষ

ভারত

কপি রাইট: জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষ

এই প্রকাশনায় ভারত সরকার প্রণীত জৈব বৈচিত্র আইন ২০০২ এবং জৈব বৈচিত্র নিয়মাবলী ২০০৪ সংকলিত হয়েছে। জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনা শিক্ষামূলক এবং অব্যবসায়িক কাজে পুনঃ প্রকাশ করা যাবে। জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষ নমুনাস্বরূপ এই প্রকাশনার একটি সংখ্যা পেলে বাধিত হবে।

এই প্রকাশনা উল্লেখ করতে হলে নিম্নলিখিত ভাবে করতে হবে:

জৈব বৈচিত্র আইন ২০০২ এবং জৈব বৈচিত্র নিয়মাবলী ২০০৪, জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষ (২০০৪), ৫৭ পৃষ্ঠা।

বিশদ জানতে হলে যোগাযোগ করুন

চেয়ারপার্সন
জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষ
475, ৯ম সাউথ ক্রস স্ট্রীট
কাপালিশ্বর নগর
নিলাঙ্কারাই
চেন্নাই 600 041

মুদ্রক:

ফ্রন্টলাইন অফসেট প্রিন্টার্স
26, নিউ স্ট্রীট, পায়ক্রফটস্ রোড
ট্রিপলিকেন
চেন্নাই 600 005
ফোন - 28470052

এ. ব্রহ্মানন্দী
পরিবেশ ও বন দপ্তর
ভারত সরকার
পর্যাবরণ ভবন
সি.জি.ও কমপ্লেক্স, নয়া দিল্লী 110 003

ஆ. இராசா
ए. राजा
**A. RAJA**

मंत्री
पर्यावरण एवं वन
भारत सरकार
पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. काम्पलेक्स
नई दिल्ली 110003
MINISTER
ENVIRONMENT & FORESTS
GOVERNMENT OF INDIA
PARYAVARAN BHAWAN, C.G.O. COMPLEX
NEW DELHI 110003

# FOREWORD

The increasing concerns about dwindling biological resources led to the Convention on Biological Diversity in 1992. This convention, for the first time recognized sovereign rights of States over their biological resources and emphasized that access to genetic resources should be only for environmentally sound purposes and should be subject to national legislations. The access has to be on mutually agreed terms which inter-alia would include recognition of associated Traditional Knowledge of indigenous communities and equitable benefit sharing arrangements.

Taking cognizance of the provisions of the CBD, and to deal with extensive pressure on our biological resources because of recent biotechnological developments, India has enacted an umbrella legislation called the Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003), and also notified the Biological Diversity Rules, 2004. The Act and the Rules are for guidance of and complacence by various stake-holders, including the Union and the State Governments, Non-state sectors, and Individuals. I am sure that this handbook encompassing the Biological Diversity Act and the Rules being published by the National Biodiversity Authority will prove convenient and helpful to the implementers of this Act, and also to those seeking access to biological resources.

I would also like to take this opportunity to allay the fear that this Act may come into the way of biotechnology advancement or sustainable economic development activities. The Act has been formulated so as to take the guiding principles of the Convention on Biological Diversity (CBD) further. The Act aims at conservation of biological resources as well as facilitating access to them in a sustainable manner and through a just process. I must emphasize that India being a mega biodiversity country, should and would like to derive its strength from its rich genetic diversity, and to achieve this we need to have appropriate policies, programmes, and regulations.

The publication of this book will go a long way in achieving these objectives. I wish all the people involved in the conservation of biodiversity good luck in their efforts to make this world a better place to live.

**22nd September, 2004**
**New Delhi.**

**(A. RAJA)**

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

## ভূমিকা

ভারত সরকার ২০০২ সালে 'জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন' এবং ২০০৪ সালে 'জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিয়মাবলী' প্রণয়ন করেছে। বর্তমান বইটি এই দুই বিষয়ের অনুবাদ। এই অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অধ্যাপক আশিস ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন জানাই।

১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে রিও ডি জানেরিও শহরে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি দুটির বিষয় ছিল, জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন। জৈববৈচিত্র্য ও আবহাওয়ার পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা এখন সারা বিশ্বে চলেছে।

ভারত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধ জৈববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। সে-কারণে দেশের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সুনির্দিষ্ট আইন ও নিয়মসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রকাশিত অনুবাদটি সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষত এই রাজ্যের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে প্রভূত সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২০ জুলাই, ২০০৬

( বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য )

**Prof. Dr. S. KANNAIYAN**
M.Sc., (Ag.) Ph.D., C. Biol., M.Biol., (London)
FIBA (Cambridge), FABI (USA), FNAAS, FISB, FAMI
**CHAIRMAN**

**NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY**
475, 9th South Cross Street, Kapaleeswarar Nagar,
Neelankarai, Chennai - 600 041. Tamilnadu
Tel : 044 24490805 Fax : 044 24491390
e-mail : nba_india1@vsnl.net
Website : www.nbaindia.org

# FOREWORD

Bioresources are important components for progress and economic activities of a nation. But bioresources management and utilization for human welfare is very important for the optimum utilization of the bioresources. Awareness of the importance and implications of bioresources among common people as well as elite educated citizens for safeguarding and protecting the optimum and balance way of using the bioresources needs critical studies to focus the natural bioresources wealth for the benefit of not only the present generation of our people but also to our future generations for their better, healthy and peaceful living on the earth. The problems facing at present is the over exploitation of bioresources which would not only have negative impact on the environment but also sometimes totally destroy and erode the important bioresources which are available at local level, regional level and national levels. Biological resources includes genetic resources, organisms or parts thereof, populations, or any other biotic component of ecosystems with actual or potential use or value for humanity. Therefore, handling Bioresources in a proper manner in an appropriate way is important for the optimum use without over exploitation of our bioresources wealth.

Biodiversity is being lost as on today more rapidly than at any time in the past several million years. Some Biologist believe that about 60,000 of the world's 2,40,000 plant species perhaps even higher proportions of vertebrate and insect species could become extinct within the next thirty years if the same trends continue. But even a species at no risk of extinction can lose much of it potential through the loss of genetic material by reduction in range, numbers and varieties. The current losses to biodiversity can be attributed to direct causes including habitat loss and fragmentation, invasion of introduced species, over exploitation of living resources and modern agriculture and forestry practices. The basic problems of losses to biodiversity includes :

- The unsustainably high rate of human population growth and natural resources consumption.
- The Steadily narrowing selection of traded products from agriculture, forestry and fisheries.
- Economic systems that fail to value economic resources.
- Inequity in ownership, management and flow of benefits from both the use and conservation of Biodiversity.

- Deficiencies in knowledge and application
- Legal and institutional systems that promote unsustainable exploitation.

Loss of species and genetic diversity presents a serious threat to the goal of sustainable agriculture. Species and genetic diversity provide sources of pest resistance and control, new domesticates and the genetic raw material for plant breeding and genetic engineering.

After an extensive and intensive consultation process involving the stakeholders, Central Government has brough Biological Diversity Act, 2002, with the following features.:

- To regulate access to biological resources of the country with the purpose of securing equitable share in benefits arising out of the use of biological resource and associated traditional knowledge relating to biological resources.
- To conserve and sustainable use of Biodiversity and Biological resources.
- To respect and protect traditional knowledge of local communities relating Biodiversity.
- To secure sharing of benefits with local people as conservers of bioresources and holder of knowledge and information relating to the use of bioresources.
- Conservation and development of areas of importance from the status of biological diversity by declaring them as biological diversity heritage site protection and rehabilitation of threatened species.
- Involvement of Institutions and State Governments in the broad scheme of the implementation of the Biological Diversity Act through constitution of State Biodiversity Boards (SBB) and Biodiversity Management Committees (BMC).

It is very important to protect and conserve the Biodiversity for the welfare of the humanbeings and awareness on the importance of Biodiversity and its economic values as well as threats to biodiversity among the common people, elite citizens, teachers, scientists, administrators, scholars, students and school children needs to be created to save our National wealth of Biodiversity.

**Date : 25.12.2005**

**Place : Chennai**

**Prof S. KANNAIYAN**

# মুখবন্ধ

যারা প্রাণের পরশ পেয়েছে তাদের সবাইকে নিয়েই পৃথিবীর জৈব বৈচিত্র্যের জগৎ। ভারতবর্ষ বিশ্বের ১২টি জৈব বৈচিত্র সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলির অন্যতম। ভারত বিশ্বের মাত্র ২.৫ শতাংশ ভূখণ্ডের অধিকারী হলেও এখানে বিশ্বের ৭.৮ শতাংশ প্রজাতির দেখা পাওয়া যায়। গ্রন্থিত ও মৌখিকভাবে প্রচলিত, পরম্পরাগত ও দেশীয় জ্ঞানে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি দেশ।

১৯৯২ সালের জৈব বৈচিত্র কনভেনশনে ভারতবর্ষ একটি সদস্য দেশ হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই কনভেনশনের ৩ এবং ১৫ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের নিজ নিজ জৈব সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলি জাতীয় আইন মেনে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ামূলক চুক্তির ভিত্তিতে জৈব সম্পদ প্রাপ্তি ও সদ্ব্যবহার করবে। জৈব বৈচিত্র কনভেনশনের ৮(জে) ধারা জৈব সম্পদের সংরক্ষণ এবং তার টেকসই ব্যবহারে স্থানীয় ও আদিবাসী মানুষের ভূমিকা স্বীকার করেছে। জৈব সম্পদের জ্ঞান, ব্যবহার এবং উদ্ভাবনজাত লাভের সমবণ্টন এই কনভেনশনের দ্বারা সুনিশ্চিত হয়েছে।

বহু বিষয় সমন্বিত জৈব বৈচিত্র বিভিন্ন কার্যকলাপে ব্যবহৃত হতে পারে। জৈব বৈচিত্র বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে - কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় স্বয়ং শাসিত সংগঠন সমূহের প্রতিষ্ঠান গুলি, শিল্প ইত্যাদি। কনভেনশন অনুযায়ী লাভের সমবণ্টন সুনিশ্চিত করা এখন ভারতবর্ষের একটি অন্যতম প্রধান দায়বদ্ধতা ।

বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক পর্যালোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার জৈব বৈচিত্র আইন ২০০২ প্রণয়ন করেন। এই আইনের বৈশিষ্ট গুলি হল (ক) জৈব সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ব্যবহারজাত লাভের সমবণ্টনের জন্য তার প্রাপ্তির নিয়ন্ত্রণ, (খ) জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ ও তার টেকসই ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, (গ) স্থানীয় মানুষের জৈব বৈচিত্র সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের স্বীকৃতি ও তার সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা, (ঘ) স্থানীয় মানুষ যারা জৈব সম্পদের সংরক্ষণ করেছেন এবং যাদের অর্জিত জ্ঞান এবং তথ্য জৈব সম্পদ ব্যবহারে কাজে লাগতে পারে তাদের সাথে লাভের সমবণ্টন সুনিশ্চিত করা, (ঙ) জৈব সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিকে ঐতিহ্যমূলক স্থান হিসাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা, (চ) লুপ্তপ্রায় প্রজাতি গুলির সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, (ছ) বিভিন্ন কমিটি গঠন করে রাজ্য সরকারের প্রতিষ্ঠান গুলির জৈব বৈচিত্র আইনের প্রয়োগে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

# আইন ও বিচার মন্ত্রক

(বিধান বিভাগ)

নয়া দিল্লী, 5 ফেব্রুয়ারী 2003 / ১৬ই মাঘ, 1924 শকাব্দ

ভারতীয় সংসদ কর্তৃক জারী করা নিম্নলিখিত বিধিনিয়ম, যা 5 ফেব্রুয়ারী, 2003 তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত হয়েছে, সেটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হল।

# জৈববৈচিত্র্য আইন, 2002

2003 এর 18 নং

(5 ফেব্রুয়ারী, 2003)

জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জৈব সম্পদের বা তার অংশবিশেষের টেকসই ব্যবহার এবং জৈব সম্পদ বা তার অংশবিশেষের ব্যবহারজনিত সুবিধা এবং তার চর্চার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের সুষ্ঠু ও ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা বন্টনের জন্যে এই আইনটি তৈরী করা হয়েছে।

**যেহেতু ভারতবর্ষ** জৈব সম্পদের বৈচিত্র্যে, বিভিন্নতায় ঐতিহ্যগত ভাবে এবং সাম্প্রতিক জ্ঞানপ্রাচুর্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ;

**এবং যেহেতু** ভারতবর্ষ ৫ জুন, ১৯৯২ সালে রিও ডি জানেরিওতে জৈব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কন্‌ভেন্‌শনের ঘোষণাপত্রে একটি স্বাক্ষরকারী দেশ;

**এবং যেহেতু** উক্ত আন্তর্জাতিক কন্‌ভেন্‌শনের শর্তাবলী ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ হইতে বলবৎ হয়েছে;

**এবং যেহেতু** উক্ত আন্তর্জাতিক অধিবেশন (বা কন্‌ভেন্‌শনের) প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ জৈব সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার নতুন করে স্বীকার করে নিয়েছে;

**এবং যেহেতু** উক্ত আন্তর্জাতিক অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জৈব সম্পদের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জৈব সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং জৈব সম্পদ বা তার জিনগত যৌগিক থেকে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবহার জনিত লাভের ন্যায়সঙ্গত সুষম বন্টন;

**এবং যেহেতু** উপরিউক্ত অধিবেশনটির উদ্দেশ্যগুলির কার্যকরী করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছে;

এতদ্বারা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৫৩ তম বর্ষে মহামান্য সংসদ কর্তৃক নিম্নলিখিত আইন জারী করা হল।

# ॥ প্রথম অধ্যায় ॥

-: প্রারম্ভিক :-

১ **সংক্ষিপ্ত নাম, প্রযোজ্য ক্ষেত্র ও বলবৎ করার সময়**

(1) এই আইনটিকে জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ বলা হবে।

(2) এটি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য।

(3) এই আইনটি কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হতেই বলবৎ হবে, যদিও এই আইনের অন্তর্গত বিভিন্ন উপধারার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বলবৎ হবার তারিখ যা স্থির হবে, সেটাই ধরা হবে।

২ **সংজ্ঞা**

বিস্তারিত বর্ণনায় যদি না অন্যরূপ বলা থাকে তবে ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল :-

(ক) **'বেনিফিট ক্লেইমারস'** (সুবিধার দাবীদার) কথাটির সংজ্ঞা হল সে সকল ব্যক্তি যাঁরা জৈব সম্পদের সংরক্ষণ করেছেন, ঐ জৈবসম্পদের থেকে তৈরী বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করেছেন এবং প্রস্তুতপ্রণালী বা তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বা তার ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানী ও জৈববস্তুজাত উদ্ভাবন ও ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত;

(খ) **'জৈববৈচিত্র্য'** কথাটির অর্থ হল সকল জীবিত প্রাণসম্পদ ও তার সকল প্রকারভেদ যা কিছু সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অঙ্গ এবং এর মধ্যে প্রজাতিগত বিভিন্নতা, প্রকারগত বিভিন্নতা এবং পরিবেশগত বিভিন্নতাও ধরা হয়।

(গ) **'জৈব সম্পদ'** হল উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবাণুসমূহ বা তার অংশবিশেষ, তাদের জিন্-গত বৈশিষ্ট এবং উপজাত সামগ্রী (মূল্যযুক্ত প্রস্তুত সামগ্রী বাদে) যার প্রকৃত অথবা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে বা মূল্য আছে ; কিন্তু মানুষের জিন্-গত বৈশিষ্ট বোঝাবে না।

(ঘ) **'জৈব-সমীক্ষা এবং জৈব ব্যবহার'** হল জৈব-সম্পদের যে কোন অংশবিশেষের বা তা থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর সমীক্ষা ও সংগ্রহ এবং বৈশিষ্ট নির্ধারণ, আবিষ্কার ও বিশ্লেষণের জন্য জৈব-সম্পদের (প্রজাতি, উপ-প্রজাতিগত বা জিন) ব্যবহার ;

(ঙ) **'চেয়ারপার্সন'** হলেন জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের প্রধান বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রধান;

(চ) 'বাণিজ্যিক ব্যবহার'এর অর্থ, ঔষধশিল্প, শিল্পে ব্যবহৃত উৎসেচক (এন্‌জাইম), খাদ্যে ব্যবহৃত সুগন্ধি, . প্রসাধন শিল্প, ইমালসান (তেল-জল মিশ্রণ) প্রভৃতির দ্রব্য, ওলিওরেজিন, রঙ, নির্যাস ইত্যাদির জন্য জৈব-সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও জিন্‌ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট উন্নত প্রজাতির শস্য এবং প্রাণী । কিন্তু যেসব কৃষিজ, প্রাণীজ, ফল বা বাগিচা চাষ, মুরগী পালন, গো-পালন বা প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন ও মৌ পালন প্রকল্পে প্রচলিত পদ্ধতির ব্যবহার হয় সেগুলি এর অন্তর্গত হবে না।

(ছ) 'ন্যায্য ও সুষম সুবিধা বন্টন' বলতে বোঝায় সেই সব সুবিধা যা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের মতে (ধারা ২১ অনুযায়ী) বন্টনযোগ্য বলে নির্ধারিত হবে।

(জ) 'আঞ্চলিক সংস্থা' বলতে ভারতীয় সংবিধানের ২৪৩ ঐ (১) এবং ২৪৩ প (১) ধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপালিটিকে বোঝায়। যেখানে পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটি নেই সেখানে ভারতীয় সংবিধানের যেকোন ধারা অথবা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী যেকোন আইন অনুযায়ী যে সরকারী প্রশাসন আছে তাকে বোঝায়।

(ঝ) 'সভ্য' অর্থাৎ জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের যেকোন একজন সদস্য যা ঐ কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদের প্রধান কেও বোঝায়।

(ঞ) 'জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ' অর্থাৎ এই আইনের ৮ ধারা মতে স্থাপিত 'জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ'।

(ট) 'ব্যবস্থা গৃহীত' অর্থাৎ এই আইনের ১ ধারা মতে যে নিয়ম বা ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে;

(ঠ) 'নিয়মাবলী' অর্থাৎ এই আইনে যে সব নিয়মের কথা বলা হয়েছে ;

(ড) 'গবেষণা' মানে জৈব সম্পদের অনুসন্ধান অথবা কারিগরী প্রয়োগদ্বারা জৈব সম্পদ বা অংশ থেকে কোন উৎপাদিত সামগ্রী বা তা তৈরী পদ্ধতির খোঁজ করা ;

(ঢ) 'রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ' অর্থাৎ এই আইনের ২২ ধারা অনুযায়ী স্থাপিত 'রাজ্য স্তরের জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ';

(ণ) 'ঠিকসই ব্যবহার' কথাটির অর্থ হল জৈববৈচিত্র্যের উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করা যাতে তা ক্রমশ হারিয়ে না যায় বা তার অবলুপ্তি না ঘটে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্ম তার ফল ভোগ করতে পারে।

(ত) 'মূল্যযুক্ত উৎপাদিত সামগ্রী' মানে প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ কোন অংশ বা নির্যাস দিয়ে তৈরী সামগ্রী যা থেকে প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ অংশটিকে চেনা বা আলাদা করা যাবে না ;

# ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

## জৈববৈচিত্র্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির জৈববৈচিত্র্য বিষয়ক কাজকর্মকে বেআইনী ঘোষণা।**

৩. (1) নিম্নলিখিত (2) উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভারতবর্ষের কোন জৈব সম্পদ বা তৎসম্পর্কীয় জ্ঞান, জৈব সম্পদ বিষয়ে গবেষণা, বাণিজ্যিক ব্যবহার, জৈব সম্পদ বা সম্পদজাত বস্তুর ব্যবহার বিষয়ে সমীক্ষা করতে হলে ভারতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নিতে হবে।

(২) যে সমস্ত ব্যক্তিদের উপরোক্ত (১) উপধারায় বর্ণিত জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক, তারা হলেন -

1961 এর 43 (ক) ভারতবর্ষের নাগরিক নন এমন ব্যক্তি;

(খ) ভারতের আয়কর আইনের (১৯৬১) সেকশন ২ এর (৩০) ধারা অনুযায়ী যে সব ব্যক্তি ভারতবর্ষের নাগরিক কিন্তু ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বসবাস করেন না ;

(গ) যেসব বাণিজ্যিক (করপোরেট) সংস্থা, এসোসিয়েশন (সংগঠন) বা সংগঠন -

(ঘ) যারা ভারতবর্ষে পঞ্জীকৃত বা নথিভুক্ত নন,

(ঙ) ভারতীয় আইনে সাময়িক ভাবে নথিভুক্ত বা পঞ্জীভুক্ত সংস্থার মূলধনে বা ব্যবস্থাপনায় যদি অ-ভারতীয় অংশীদার থাকেন;

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে গবেষণালব্ধ ফলাফল জানানো যাবে না।**

৪. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি ছাড়া ভারতের জৈব সম্পদ থেকে গবেষণা লব্ধ ফলাফল আর্থিক বা অন্য কারণে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে দেওয়া যাবে না :

1961 এর 43 । ভারতবর্ষের নাগরিক নন এমন ব্যক্তি;

। ভারতের আয়কর আইনের (১৯৬১) সেকশন ২ এর (৩০) ধারা অনুযায়ী যে সব ব্যক্তি ভারতবর্ষের নাগরিক কিন্তু ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বসবাস করেন না ;

। সেসব বাণিজ্যিক (কর্পোরেট) সংস্থা, এসোশিয়েশন (সংগঠন) বা সংগঠন -

(অ) যারা ভারতবর্ষে পঞ্জীকৃত বা নথিভুক্ত নন,

(আ) সংস্থার মূলধনে বা ব্যবস্থাপনায় যদি অ-ভারতীয় অংশীদার থাকেন;

ব্যাখ্যা - এই অংশের জন্য, হস্তান্তর বলতে গবেষণাপত্র প্রকাশ বা কর্মশালায় ও আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ বোঝাবে না, যদি সেই গবেষণা পত্রিকা বা সেমিনার কর্মশালা ভারত সরকারের নির্দেশ মেনে তা প্রকাশিত বা সংগঠিত হয়।

3 নং ও 4 নং ধারা কিন্তু সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

৫. (১) ভারত সরকার সমর্থিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্যান্য দেশের ঐ রূপ প্রতিষ্ঠানের সহ উদ্যোগে জৈব সম্পদ বা জৈব সম্পদ বিষয়ক গবেষণার তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে ধারা ৩ ও ৪ প্রযুক্ত হবে না যদি তা নিম্নলিখিত উপ ধারা (৩) -এর শর্ত মেনে চলে।

(২) উপ ধারা (১) -এ বর্ণিত সকল সহযোগিতা মূলক গবেষণা প্রকল্প ছাড়া অন্য সব সহযোগিতা মূলক গবেষণা প্রকল্প, যদি এই বর্তমান আইন জারী হবার আগে শুরু হয়ে চলতে থাকে অথচ তা যদি এই বর্তমান আইনের উপ ধারা (৩) - (ক) ভঙ্গ করে তবে তা অবিলম্বে বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৩) উপধারা (১)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সহযোগিতা মূলক গবেষণা প্রকল্প -

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে যে নীতি অনুযায়ী হবে।

(খ) প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

<u>জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত মেধা সম্পদ -এর অধিকার বিষয়ে কোন আবেদন করা যাবে না</u>

6. (১) জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমোদন ছাড়া কোনও ব্যক্তি ভারতের জৈব সম্পদের ব্যবহার করে কোন উদ্ভাবনের জন্য ভারতে বা ভারতের বাইরে মেধাস্বত্বের আবেদন করতে পারবেন না।

যদি কোন ব্যক্তি পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন, তবে সেই আবেদন গ্রাহ্য হবার পরেও জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের আগে হওয়া প্রয়োজন।

আরও শর্ত হল যে, জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে এই জাতীয় আবেদন প্রাপ্তি স্বীকারের পরবর্তী দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

(২) এই ধারা মতে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ যখন কোন আবেদন মঞ্জুর করবে, তখন সুবিধা বণ্টনের জন্য অর্থ অথবা রয়্যাল্টী অথবা উভয়ই অথবা বাণিজ্যিক ব্যবহারজাত আর্থিক লাভের অংশ বণ্টনের শর্ত আরোপ করতে পারবে।

(৩) ভারতের লোকসভায় গৃহীত উদ্ভিদের জাত সংক্রান্ত সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি অধিকারের আবেদন করেন তবে এই পরিচ্ছেদে গৃহীত নিয়মাবলী সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(৪) অনুচ্ছেদ (৩) এ বর্ণিত কোনও অধিকার যদি কাউকে অনুমোদন করা হয় তবে অনুমোদনকারীকে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন পত্রের প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।

__জৈব সম্পদের কিছু নির্দিষ্ট ব্যবহার রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের আগাম সম্মতির প্রয়োজন__

৭. ভারতের কোন নাগরিক বা কর্পোরেট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা সংগঠন, যা ভারতে নথিভুক্ত বা গঠীকৃত, রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদকে আগাম না জানিয়ে জৈব সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার বা বাণিজ্যিক ব্যবহার জন্য জৈব সমীক্ষা করতে পারবে না।

জৈব সম্পদ প্রতিবেশের মানুষ, উৎপাদক শ্রেণী, কৃষিজীবি, বৈদ্য এবং হাকিম, যারা জড়িবুটির দ্বারা চিকিৎসা করেন তাদের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের ধারা প্রযোজ্য নয়।

## ॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

### জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ

__জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের স্থাপনা__

৮. (১) এই আইন বলে ও এই আইনের প্রয়োগ-এর প্রয়োজনে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কোন নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কার্যকরী এক কর্তৃপক্ষের স্থাপনা করবেন যা 'জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ' নামে পরিচিত হবে।

(২) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নামটিই হবে আইনতঃ নির্দিষ্ট, যার উত্তরাধিকার ধারাবাহিকতা থাকবে, সাধারণ সীলমোহর থাকবে, যার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অধিগ্রহণ বা বিক্রয়ের অধিকার থাকবে, চুক্তি সই করার অধিকার থাকবে, ঐ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং বিরুদ্ধে মামলায় অভিযুক্ত হতে পারে।

(৩) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় দপ্তর চেন্নাই শহরে অবস্থিত হবে এবং ঐ কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের আগাম অনুমতি নিয়ে ভারতের অন্যান্যস্থানেও দপ্তর স্থাপন করতে পারে।

(৪) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত সদস্যদ্বারা গঠিত হবে,

(ক) একজন চেয়ারপার্সন বা সভাপতি, যিনি কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি - যাঁর জৈব সম্পদ সংরক্ষণ, জৈববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার এবং এই সম্পর্কীয় ফলাফলের সুবিধা বন্টনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তিনজন পদাধিকারবলে সদস্য হবেন; একজন উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের পক্ষ থেকে থাকবেন এবং দুজন প্রতিনিধি থাকবেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের যাঁর মধ্যে একজন বনদপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল বা অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল পদাধিকারী হতে হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্নলিখিত মন্ত্রকের সাতজন প্রতিনিধি, প্রত্যেক মন্ত্রকের একজন করে, পদাধিকারবলে ঐ কর্তৃপক্ষের সদস্য থাকবেন

(i) কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা

(ii) জৈবপ্রযুক্তি

(iii) মহাসাগর উন্নয়ন

(iv) কৃষি ও সমবায়

(v) ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও হোমিওপ্যাথি

(vi) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

(vii) বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা

(ঘ) পাঁচজন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানী সদস্য নিযুক্ত হবেন যারা এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী অথবা জৈব সম্পদের সংরক্ষণ, বিভিন্নতা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, জৈববৈচিত্র্যযুক্ত সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও জৈব সম্পদের গবেষণালব্ধ বা সম্পদলব্ধ ফলাফলের ন্যায্য বন্টন বিষয়ে অভিজ্ঞ। এঁরা শিল্প প্রতিনিধি, জৈবসম্পদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ সেবাযুক্ত মহল, স্রষ্টা ও সংরক্ষক প্রভৃতির মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

**সভাপতি (চেয়ারপারসন) ও সদস্যবৃন্দের চাকুরীর শর্ত**

(৯) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের, পদাধিকারবলে সদস্যবৃন্দ ছাড়া, সভাপতি বা অন্য সকল সদস্যবৃন্দের কার্যকাল ও চাকুরীর শর্ত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হবে।

**সভাপতিই হবেন জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের মূল কর্মকর্তা**

১০. সভাপতিই হবেন জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের মূল কর্মকর্তা এবং যে ক্ষমতা দেওয়া হবে তা প্রয়োগ করবেন ও নির্ধারিত কর্তব্য পালন করবেন।

**সদস্য - অপসারণ**

১১. কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারবেন, যদি সরকারের মতে কোনও সদস্য সম্পর্কে ধারণা হয় যে,

(ক) কপর্দক এবং দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত

(খ) নৈতিকতার বিরোধী কৃত কর্মের জন্য আদালত কর্তৃক দোষী ঘোষিত

(গ) মানসিক ও শারীরিক ভাবে সদস্য হিসাবে কাজ করতে অক্ষম

(ঘ) যদি নিজ পদের অপব্যবহার করে জনস্বার্থ বিরোধি কর্মে জড়িত হবার ফলে অযোগ্য বলে প্রমাণিত

(ঙ) পদাধিকারবলে অন্যায় ভাবে আর্থিক বা অন্যকোন সুবিধা গ্রহন করলে।

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সভা**

১২. (১) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত স্থান ও সময়ে সভায় মিলিত হবে এবং কোরাম নির্ধারণসহ কার্যনির্বাহের জন্য নিয়মাবলী মেনে চলবে।

(২) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন বা সভাপতি জাতীয় জৈববৈচিত্র্য

(৩) যদি কোন কারণে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কোন সভায় চেয়ারপারসন (বা সভাপতি) যোগ দিতে না পারেন তবে সদস্যবৃন্দের নির্বাচিত উপস্থিত একজন সদস্য

(৪) জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সভায় বিবেচনার জন্য যে সকল প্রশ্ন আলোচিত হবে সেগুলি সবসময় ভোটাধিক্যে মীমাংসা হবে প্রত্যেক সদস্যের সম ভোটাধিকারের হিসাবে; যদি কখনও ভোটে মীমাংসা করতে গিয়ে দেখা যায় সম-সংখ্যক ভোট পড়ার জন্য অমীমাংসিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তবে সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সভার পরিচালক তাঁর দ্বিতীয় বা কাস্টিং ভোট দিয়ে বিষয় নিষ্পত্তি করবেন।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য হল যে, যদি কোন বিবেচনাধীন বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন স্বার্থ জড়িত থাকে তবে তিনি বিষয় বিবেচনায় পূর্বেই তা প্রকাশ করবেন এবং বিবেচনা সভায় যোগদান করবেন না।

(৬) কোন আইন বা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নিম্নলিখিত কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে না -

(ক) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ গঠনে কোন ত্রুটি বা শূন্য পদ থাকা, অথবা

(খ) সদস্য নির্বাচনে কোন ত্রুটি থাকলে, অথবা

(গ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পদ্ধতিতে কোন অনিয়মিততা যা মূল বিষয়ের সঙ্গে বা মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়।

<u>জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সমিতি (কমিটি)</u>

১৩. (১) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কৃষিজ জৈববৈচিত্র্য বিষয়টি দেখাশোনার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে পারেন।

ব্যাখ্যা- এই অধ্যায়-এ বর্ণিত 'কৃষিজ জৈববৈচিত্র্য' শব্দের অর্থ ধরা হবে, জীববিজ্ঞানগত বৈচিত্র্য যা বিভিন্ন কৃষি দ্রব্যের প্রজাতি ও তার বন্য প্রজাতি।

(২) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত (১) উপধারার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব খর্ব না করেও, প্রয়োজন মনে করলে এই আইনের ধারাগুলির সুষ্ঠ ও দক্ষ রূপায়ণ হওয়ার স্বার্থে অন্যান্য কমিটি নিযুক্ত করতে পারবে।

(৩) এই অধ্যায়ে বর্ণিত কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে পারবে যারা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সদস্য নন; এবং ঐ মনোনীত সদস্য বা সদস্যবৃন্দের ভোটাধিকার ছাড়া সভায় উপস্থিত থাকা ও আলোচনায় অংশগ্রহনের অধিকার থাকবে।

(৪) উপরোক্ত (২) নং উপধারায় বর্ণিত কমিটি-সদস্য বা বিশেষজ্ঞগণ সভায় যোগদানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা পাবেন।

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আধিকারিকবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ**

১৪. (১) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই আইনে বর্ণিত ও প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের দক্ষ ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ করতে পারেন।

(২) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের চাকুরীর মেয়াদ ও অন্যান্য সকল শর্তই আইনের দ্বারা কর্তৃক নির্দিষ্ট হবে।

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত ও আদেশ জারীর পদ্ধতি**

১৫. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশনামা গুলি সভাপতি বা চেয়ারপারসনের সই দ্বারা জারী হবে অথবা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সদস্যের সই দ্বারা জারী হবে এবং অন্যান্য সকল সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার জন্য জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন নির্দিষ্ট আধিকারিকের সই দ্বারা জারী হবে।

**ক্ষমতার ভার অর্পণ**

১৬. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই আইনের অন্তর্গত যে কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা (ধারা ৫০-এর আপীল আবেদন গ্রহণ এবং ধারা ৬৪-এর নিয়মাবলী জারীর ক্ষমতা ছাড়া) সাধারণ বা বিশেষ লিখিত আদেশ জারীর মাধ্যমে যে কোন সদস্যকে বা কোন আধিকারিককে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগাধিকার দিতে পারবে।

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের ব্যয়ভার ভারতের কনসোলিডেটেড (একত্রিত) তহবিল থেকে চলবে**

১৭. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সদস্যবর্গের বেতন ও ভাতা, প্রশাসনিক ব্যয়ভার, কর্মচারীবর্গের বেতন, ভাতা, পেনসনাদি ভারতের কেন্দ্রীয় একত্রিত তহবিল (কনসোলিডেটেড ফান্ড) থেকে মেটানো হবে।

## ॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

### জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কার্য্যাবলী ও ক্ষমতা

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও ক্ষমতা**

১৮. (১) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হল এই আইনের ধারা ৩, ৪ এবং ৬ -এ বর্ণিত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং জৈব সম্পদের প্রাপ্তি ও ন্যায় সংগত সুষম সুবিধা বন্টনের জন্য নিয়মাবলী প্রবর্তন করা।

(২) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ৩, ৪ এবং ৬ ধারায় বর্ণিত সকল ক্রিয়াকলাপ-এর জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবে।

(৩) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কাজ করতে পারবে

(ক) জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ ও টেকসই ব্যবহার, জৈব সম্পদ বা সম্পদজাত যে কোন দ্রব্যাদির উপযোগিতা সংশ্লিষ্ট সকল স্বার্থ রক্ষা ও সুষম উপযুক্ত ন্যায্য ফল ও সুবিধা বন্টন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেবে,

(খ) এই আইনের ৩৭ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত যে সমস্ত এলাকা জৈব বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতায় ভরা ও সম্পদে পূর্ণ সেই সকল স্থানকে 'ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান' হিসাবে রাজ্য সরকারকে ঘোষণা করতে পরামর্শ দেবে এবং ঐ ঐতিহ্যপূর্ণ স্থলগুলিকে সংরক্ষণ ও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের পরামর্শও দেবে।

(গ) এই আইনের প্রয়োগ ও উদ্দেশ্য রূপায়ণ করার জন্য যা কিছু আরো করণীয় বলে মনে হবে তা করতে পারবে।

(৪) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জৈব সম্পদ বা ঐ জৈব সম্পদ বিষয়ক জ্ঞান ভিত্তিক মেধা সম্পদের আবেদন যদি ভারতের বাইরে কোন স্থানে করা হয় তার বিরোধিতা করতে পারবে।

## ॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

### জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কিছু কার্যকলাপের অনুমোদন**

১৯. (১) এই আইনের ৩নং ধারার উপধারা নং (২) এ বর্ণিত যে কোন ব্যক্তি যদি ভারতে উৎপন্ন জৈব সম্পদ নিতে চায় অথবা ঐ জৈব সম্পদ বিষয়ক জ্ঞান গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে চায় অথবা, জৈব সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার করতে চায় অথবা জৈব-সমীক্ষা এবং জৈব ব্যবহার বিষয়ে সমীক্ষা করতে চায় অথবা ভারতে উৎপন্ন জৈব সম্পদ বা ঐ সম্পদ উদ্ভূত যে কোন গবেষণালব্ধ ফল স্থানান্তরিত করতে চায় তবে তাকে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট ফর্মে অনুমোদন চেয়ে এবং নির্ধারিত অর্থ প্রদান করে আবেদন করতে হবে।

(২) এই আইনের ৬নং ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী ভারতে বা ভারতের বাইরে, যদি কেউ পেটেন্টের জন্য আবেদন করতে চায় অথবা অন্য যেকোন প্রকার মেধাস্বত্বের সংরক্ষণের জন্য আবেদন করতে চায় তবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে অনুমোদনের জন্য জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।

(৩) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত উপধারা (১) অথবা (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনের প্রয়োজন অনুযায়ী অনুসন্ধান চালাবে এবং যদি প্রয়োজন মনে হয় তা হলে বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত গ্রহণ করে, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ও শর্ত-পদ্ধতি মেনে অনুমোদন মঞ্জুর করবে ও নিয়মানুযায়ী রয়্যাল্টি বাবদ নির্ধারিত অর্থ আদায় করবে অথবা লিখিত কারণ দেখিয়ে আবেদন বাতিল করবে।

যদিও এই আবেদন বাতিল করার আদেশ আবেদনকারীর বক্তব্য শুনে জারী করা হবে।

(4) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই ধারা অনুযায়ী প্রতিটি অনুমোদন মঞ্জুরীর সংবাদ জনসমক্ষে বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করবেন।

**জৈব সম্পদ বা তার জ্ঞান হস্তান্তর**

২০. (১) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের ১৯ ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুমোদন কাজে লাগিয়ে জৈব সম্পদ বা ঐ সম্পর্কিত জ্ঞান জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর নিষিদ্ধ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি,উপরোক্ত উপধারা (১) এ বর্ণিত জৈব সম্পদ বা তৎসম্পর্কিত জ্ঞান হস্তান্তর করতে চায় তবে তাকে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট নির্ণয় (ফ্রী) ধার্য করে আবেদন করতে হবে।

(৩) উপরোক্ত উপধারা (২) অনুযায়ী জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কোন আবেদন গ্রহণ করলে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালাবেন এবং প্রয়োজন বোধে আদেশানুসারে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সাথে আলোচনা করবেন এবং শর্তাধীন ও নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য করবেন, এমনকি প্রয়োজনে রয়্যালটী বাবদ অর্থ আদায় সাপেক্ষে অনুমতি দিতে পারেন অথবা লিখিত কারণ দেখিয়ে অনুমতি দিতে অস্বীকার করতে পারেন।

যদিও এই আবেদন বাতিল করার আদেশ আবেদনকারীর বক্তব্য শুনে জারী করা হবে।

(৪) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই ধারা অনুযায়ী প্রতিটি অনুমোদন মঞ্জুরীর সংবাদ জনসমক্ষে বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করবেন।

## জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুষম লাভের বন্টন

২১. (১) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ১৯ এবং ২০ ধারামতে অনুমোদন দেওয়ার সময় অবশ্যই দেখবেন যেন, যে সব জৈব সম্পদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা তার উপজাত দ্রব্যাদি অথবা ঐ সম্পর্কিত উদ্ভাবন এবং ঐ সম্পদ ব্যবহারের আনন্দ লাভ উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে এবং পারস্পরিক স্বীকৃত শর্তাধীনে আবেদনকারী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সুবিধার দাবীদারগণের মধ্যে সুষম ভাবে বন্টিত হয়।

(২) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ, সুবিধা-বন্টন বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুযায়ী, নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন একটি সুবিধা-বন্টন পদ্ধতি অনুসরণ করার ব্যবস্থা করবে।

(ক) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ মেধা সম্পদের যৌথ মালিকানা মঞ্জুর করবে অথবা যেখানে সুবিধাভোগীগণ সুনির্দিষ্ট, তা তাদের পক্ষে মঞ্জুর হবে;

(খ) কারিগরী বিদ্যার হস্তান্তর;

(গ) উৎপাদনের স্থান, গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এমন এলাকায় যেন হয় যাতে সুফল ভোগের দাবীদার মানুষদের জীবনধারণের মান উন্নয়নে সহায়ক হয়;

(ঘ) জৈব সম্পদের সন্ধান এবং জৈব সমীক্ষা ও জৈব ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা যা ভারতীয় বিজ্ঞানী সমিতি, সুফল ভোগী হিসাবে দাবীদার ও স্থানীয় মানুষজন কে নিয়ে হতে হবে,

(ঙ) সুষম সুবিধা বন্টনের জন্য মূলধনের তহবিল গঠন করতে হবে;

(চ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বিবেচনা অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং অন্য কোন সুবিধা, সুবিধার দাবীদারদের দেওয়া যেতে পারে ।

(৩) যখন জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কোন অর্থ সুবিধা বন্টনের জন্য আদায়ের আদেশ দেবেন, তা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলে জমা দিতে হবে।

যদি জৈব সম্পদ বা তৎসম্পর্কিত জ্ঞান বিশেষ কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা সংগঠনের থেকে পাওয়া যায় তবে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ঐ অর্থ নির্দিষ্ট চুক্তি ও পদ্ধতি অনুযায়ী সরাসরি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সংগঠনকে দিতে বলতে পারেন।

(৪) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

## ॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

### রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ

<u>রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ গঠন</u>

২২. (১) এই আইনের প্রয়োজনে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকারের পক্ষে নির্দিষ্ট দিন থেকে কার্যকরী একটি পর্ষদ গঠন করবে যা (ঐ রাজ্যের নাম প্রথমে দিয়ে) জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ হিসাবে পরিচিত হবে।

(২) কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য কোন স্বতন্ত্র জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ গঠিত হবে না, এবং জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষই ঐ অঞ্চলের জন্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের কর্তৃত্ব পাবে এবং তা অনুযায়ী কাজ করবে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এই উপধারার প্রয়োগের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগোষ্ঠিকে ও প্রদান করতে পারবে।

(৩) পূর্বোল্লিখিত রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ নামটিই হবে আইনগত নির্দিষ্ট, যার উত্তরাধীকার স্বত্বাধিকারী থাকবে, সাধারণ শীলমোহর থাকবে, ধার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ অধিগ্রহন বা বিক্রয়ের অধিকার থাকবে, চুক্তি সই করার অধিকার থাকবে, ঐ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং বিরুদ্ধে মামলায় অভিযুক্ত হতে পারে।

(৪) পর্ষদ নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দদ্বারা গঠিত হবে, যথা -

(ক) রাজ্য সরকার মনোনীত একজন পর্ষদ প্রধান (চেয়ারপারসন) যিনি এমন একজন বিশেষজ্ঞ যাঁর জৈব সম্পদ সংরক্ষণ, জৈববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার এবং এই সর্বজনীয় ফলাফলের সুবিধা বন্টনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে;

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির প্রতিনিধি হিসাবে পদাধিকার বলে অনধিক পাঁচজন সদস্য;

(গ) অনধিক পাঁচজন বে-সরকারি বিশেষজ্ঞ সদস্য নিযুক্ত হবেন যারা এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী অথবা জৈব সম্পদের সংরক্ষণ, বিভিন্নতা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, জৈববৈচিত্র্যযুক্ত সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও জৈব সম্পদের গবেষণালব্ধ বা সম্পদলব্ধ ফলাফলের ন্যায্য বন্টন বিষয়ে অভিজ্ঞ।

(৫) রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের সদর দপ্তর সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হবে।

<u>রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের কার্যাবলী</u>

২৩ রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ -

(ক) জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, এর বিভিন্ন উপাদানগুলির টেকসই ব্যবহার ও তার সুফলের সুষম বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেবে যদিও তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারী করা নির্দেশ অনুযায়ী হওয়া চাই।

(খ) জৈব সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার অথবা সমীক্ষা বিষয়ে কোন ভারতীয় নাগরিকের আবেদনের অনুমোদন নিয়ন্ত্রণ করা।

(গ) রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এই আইনের ধারায় যা কিছু করণীয় কর্তব্য তা পালন করবে।

<u>রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের সংরক্ষণ বিরোধী নির্দিষ্ট কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা</u>

২৪ (১) কোন ভারতীয় নাগরিক, কর্পোরেট সংস্থা, সংগঠন বা সমিতি যা ভারতে পঞ্জীকৃত, এই আইনের ৭নং ধারা অনুযায়ী যদি কোন কাজ করতে চান তবে রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফর্মে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে।

(২) উপরোক্ত উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন প্রস্তাবটি যদি জৈব সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার বিরোধী বা সুবিধা বন্টনের বিরোধী হয়, তবে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ স্থানীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সেই কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে পারে বা কাজটি নিয়ন্ত্রন করতে পারে। অবশ্য আদেশ জারী করার আগে প্রতিপক্ষকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন পত্রের তথ্য গোপন রাখা হবে এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে অন্য কাউকে জানানো হবে না।

**আইনের ৯ থেকে ১৭ নং ধারা প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের ক্ষেত্র প্রযোজ্য**

২৫. নিম্নলিখিত সংশোধনীর পর এই আইনের ৯ থেকে ১৭ নং ধারাগুলি রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে -

(ক) আইনে যেগুলি 'কেন্দ্রীয় সরকার' বলা আছে, সেই জায়গায় 'রাজ্য সরকার' পড়তে হবে।

(খ) 'জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের' উল্লেখ 'রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(গ) 'ভারতের কনসোলিডেটেড বা একত্রিত তহবিল' কথাটির বদলে 'রাজ্যের কনসোলিডেটেড বা একত্রিত তহবিল' হবে।

## ॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

### জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আয়, হিসাব ও তার নিরীক্ষা

**কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে অনুদান অথবা ঋণ**

২৬. কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের উপযুক্ত প্রয়োগ -এর স্বার্থে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বলে মনে করবে তা লোকসভায় বাজেট মারফৎ পাশ করিয়ে অনুদান অথবা ঋণ হিসাবে বরাদ্দ করবে।

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল গঠন**

২৭. (১) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হবে এবং ঐ তহবিলে জমা পড়বে -

(ক) ২৬নং ধারা অনুযায়ী জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে দেয় যে কোন রূপ অনুদান ও ঋণ;

(খ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত যাবতীয় রাজস্ব (রয়্যালটি) ও সকল প্রকার মূল্য হিসাবে আদায়ীকৃত অর্থ;

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য সূত্রে পাওয়া অর্থ।

(২) ঐ তহবিলের প্রয়োগ হবে -

(ক) সুবিধা দাবীদারবর্গের সুবিধা প্রাপ্তির উপায় করা;

(খ) জৈব সম্পদের সংরক্ষণ, জৈব সম্পদ প্রাতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং ঐ জৈব সম্পদ বিষয়ক জ্ঞানের সমীক্ষার কাজে ;

(গ) উপরোক্ত (খ) উপধারায় উল্লেখিত জৈব সম্পদ ও সেই সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রাপ্তিস্থানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় করতে হবে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন

২৮. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ প্রতি আর্থিক বছরের শেষে একটি সম্পূর্ণ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করবেন যাতে বিগত বছরের সামগ্রিক কাজের বিবরন থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ বিগত আর্থিক বছরের আয়ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করবেন।

বাজেটের হিসাব ও তার নিরীক্ষা

২৯. (১) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একটি বাজেট তৈরী করবেন, নিয়মিত হিসাব এবং সেই সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য রাখবেন (জাতীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের হিসাব সহ) এবং ভারতের কম্প্টোলার এবং অডিটর জেনারেলের পরামর্শে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত ফর্মে বাৎসরিক হিসাবের একটি প্রতিবেদন জমা দেবেন।

(২) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক হিসাব ভারতের কম্প্টোলার এবং অডিটর জেনারেলের দপ্তর থেকে নিরীক্ষা হবে, ঐ নিরীক্ষার সময় কম্প্টোলার এবং অডিটর জেনারেল নির্ধারন করবেন। ভারতের কম্প্টোলার এবং অডিটর জেনারেলের ঐ নীরিক্ষার কাজের ব্যয়ভার জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বহন করবেন।

(৩) ভারতের কম্প্টোলার এবং অডিটর জেনারেল এবং তাঁর নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের হিসাবপত্র নীরিক্ষার সময় একই অধিকার ও সুবিধা পাবেন যা ভারতের কম্প্টোলার এবং অডিটর জেনারেল সরকারী হিসাবপত্র নীরিক্ষার সময় পেয়ে থাকেন এবং বিশেষত তাঁদের যে কোন খাতা, হিসাব, সংশ্লিষ্ট ভাউচার, নথি এবং অন্য দস্তাবেজ ও কাগজপত্র চাইতে পারবেন এবং জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের যে কোন দপ্তর পরিদর্শনের অধিকার থাকবে।

(৪) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে প্রতি বছর কম্প্টোলার এবং অডিটর জেনারেল নিদর্শন পত্র সহ বার্ষিক হিসাব ও নিরিক্ষা বিবরণী কেন্দ্রীয় সরকার কাছে পেশ করতে হবে।

**সংসদে বাৎসরিক বিবরণী পেশ**

৩০. সংসদের উভয় কক্ষেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক বিবরণী ও নিরীক্ষা বিবরণী পেশ করতে হবে।

## ॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

### রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের অর্থ, হিসাব ও হিসাব নিরীক্ষা

**রাজ্য সরকার দ্বারা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদকে অর্থ অনুদান মঞ্জুরী**

৩১. রাজ্য সরকার এই আইনের উপযুক্ত প্রয়োগ -এর স্বার্থে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বলে মনে করবে তা বিধানসভায় বাজেট মারফৎ পাশ করিয়ে অনুদান অথবা ঋণ হিসাবে বরাদ্দ করবে।

**রাজ্য জৈববৈচিত্র্য তহবিল গঠন**

৩২. (১) রাজ্য জৈববৈচিত্র্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হবে এবং ঐ তহবিলে যেসব অর্থ জমা পড়বে তা হ'ল -

(ক) ৩১নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদকে দেয় যাবতীয় অনুদান এবং ঋণ;

(খ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং ঋণ ;

(গ) রাজ্য সরকার দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য সূত্র থেকে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রাপ্ত অর্থ।

(২) রাজ্য জৈববৈচিত্র্য তহবিলের প্রয়োগ হবে

(ক) ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানগুলির সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার জন্য;

(খ) ৩৭নং ধারার (১) উপধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারী হবার ফলে জনগণের যে অংশ অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তাদের ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন প্রকল্পে;

(গ) জৈব সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য;

(ঘ) ২৪ ধারা অনুযায়ী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যেখান থেকে জৈব সম্পদ বা ঐ সংক্রান্ত জ্ঞান পাওয়া গেছে সেইসব স্থানের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে;

(ঙ) এই আইনের অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় খরচ মেটানোর জন্য।

**রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন**

৩৩. রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ প্রতি আর্থিক বছরে পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে ও ফর্মে বিগত বছরের কাজকর্মের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং তার একটা প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করবে।

**রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের হিসাব নিরীক্ষা**

৩৪. রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের আয় ব্যয়ের হিসাব যথাযথ রাখতে হবে এবং রাজ্যের অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলের পরামর্শক্রমে নিরীক্ষা করাতে হবে। রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ রাজ্য সরকারকে পেশ করবে।

**রাজ্য বিধানসভায় রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ**

৩৫. রাজ্য সরকার রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পাওয়ার পর অবিলম্বে তা রাজ্য বিধানসভায় পেশ করবেন।

## ॥ নবম অধ্যায় ॥

### কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর্তব্য

**জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা জাতীয় কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ**

৩৬. (১) জৈব সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি জাতীয় কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রম স্থির করবে; এই কার্যক্রমে থাকবে জৈব সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, যে অঞ্চলে জৈব সম্পদ পাওয়া যায় বা সেই অঞ্চলের বাইরে যেখানে জৈব সম্পদের সংরক্ষণ করা সম্ভব তার ব্যবস্থা করা, এ বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহদান, প্রশিক্ষণ এবং জনচেতনার বৃদ্ধির জন্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(২) যদি কেন্দ্রীয় সরকারের এমন কোন বিশ্বাস হয় যে কোন স্থানে জৈব সম্পদ ও তার বিভিন্নতায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ, অপব্যবহার এবং অবহেলার ফলে ঐ সম্পদ অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে এই অবস্থার অবনতি বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে কারিগরী বা অন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) জৈব সম্পদের সংরক্ষণে, উন্নয়নে ও টেকসই ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও নীতির মধ্যে যথা সম্ভব সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে -

(ক) কোন প্রকল্পের ফলে যদি জৈব বৈচিত্র্যের ক্ষতি সম্ভাবনা থাকে তবে প্রয়োজন অনুসারে ঐ ক্ষতি কমানো বা পরিহার করার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত আঘাত অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করা হবে এবং এই সমীক্ষায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে।

(খ) জৈব কারিগরী প্রযুক্তির প্রয়োগে সৃষ্ট পরিবর্তিত জীবের ব্যবহারে যদি প্রাকৃতিক জৈব সম্পদের অস্তিত্বে ঝুঁকি থাকে তাহলে ঐ সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য তার নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও নিষিদ্ধকরণ করতে পারবে।

(গ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে স্থানীয়, রাজ্য বা জাতীয় স্তরে স্বীকৃতির মাধ্যমে জৈব বৈচিত্র সম্পর্কিত স্থানীয় মানুষের জ্ঞানের সম্মান ও সংরক্ষণ করবে।

ব্যাখ্যা - এই ধারার জন্য

(অ) "ex situ conservation" (বহিঃসংরক্ষণ) এর অর্থ হল জৈব বৈচিত্রপূর্ণ সম্পদ বা তার অংশবিশেষ যদি স্বাভাবিক জন্মস্থান থেকে অন্যত্র সংরক্ষণ করা হয়;

(আ) "in situ conservation" (অন্তঃসংরক্ষণ) এর অর্থ হল জৈব প্রজাতির সঙ্গে যুক্ত বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক বাসস্থানের সংরক্ষণ এবং প্রজাতিগত নমুনার উপযুক্ত সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত

করা, গৃহপালিত জীব ও চাষযোগ্য শস্য প্রজাতি যে এলাকায় উদ্ভাবিত হয়েছে সেই এলাকায় তার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা।

জৈববৈচিত্র্যযুক্ত ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান

৩৭. (১) এই আইনের বলে, অন্য কোন আইনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছাড়া, রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জৈব বৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাকে ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।

(২) ঐতিহ্যশালী স্থানগুলি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে পারে।

(৩) যদি কোনও মানুষ বা গোষ্ঠী উক্ত ঘোষণা বা আইন জারীর ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রাজ্য সরকার তাদের পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার প্রকল্প করবে।

**কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোন প্রজাতিকে 'বিপন্ন' ঘোষণা করার ক্ষমতা**

৩৮. কেন্দ্রীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে যে প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে বা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হতে পারে তাদের নাম সূচিত করে বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন, ঐসব প্রজাতির যে কোন কারনে সংগ্রহ বন্ধ করতে পারেন এবং তাদের পুনর্বাসন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন; অবশ্য এই আইন, বর্তমানের অন্য কোন আইনের উদ্দেশ্য বা ধারাকে ক্ষুন্ন না করেও বলবৎ করার অধিকার থাকবে।

**কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বলে সংগ্রহশালা চিহ্নিতকরণ**

৩৯. (১) কেন্দ্রীয় সরকার, এই আইনের ক্ষমতাবলে বিভিন্ন প্রকারের জৈব সম্পদের জন্য, জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে কোন সংস্থাকে 'সংগ্রহশালা' হিসাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।

(২) এই সংগ্রহশালাগুলি জৈব সামগ্রী, প্রামানিক নমুনা সহ সুরক্ষিত রাখবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নতুন কোন জৈব প্রজাতির আবিষ্কার করেন তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ সংগ্রহশালা বা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জানাবেন এবং তার প্রামানিক নমুনা সেখানে জমা দেবেন।

**নির্দিষ্ট জৈব সম্পদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড় দেবার ক্ষমতা**

৪০. এই আইনে যাই থাকুক না কেন, কোন জৈব বস্তু বা জৈব সম্পদ যা সাধারণভাবে বাজারে কেনাবেচা হয়, তাকে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের আওতা বহির্ভূত বলে ঘোষণায় অধিকারী হবেন।

# ॥ দশম অধ্যায় ॥

## জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি

**জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য সমিতি**

৪১. (১) প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তার নিজ এলাকার জন্য জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করতে হবে, যার কাজ হবে জৈব সম্পদ ও তার সকল বিভিন্নতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করা, এগুলির সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার, জৈব সম্পদের বাসস্থান রক্ষা করা, এলাকার বিশেষ প্রকার প্রজাতিকে রক্ষা করা, সকল জৈব সম্পদের মধ্যে এলাকায় প্রাপ্ত দেশজ জাতি ও চাষের মাধ্যমে পাওয়া প্রজাতি, গৃহপালিত পশুসহ সকলপ্রকার প্রাণী এবং তার সংকর প্রজাতি এবং অনুজীব সমূহ এবং এ সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞানের অবলুপ্তি, অপব্যবহার বা অনুচিত ব্যবহার থেকে রক্ষা করা।

ব্যাখ্যা - এই উপধারার জন্য

(অ) "Cultivar" শব্দটির অর্থ কৃষিকাজের দ্বারা সৃষ্ট উদ্ভিদের জাত যার অধিক কৃষিকাজের মাধ্যমে প্রসারিত এবং যা কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত ;

(আ) "folk variety" এর অর্থ সেই উদ্ভিদের কৃষিজ জাত যার সৃষ্টি, উৎপাদন এবং সাধারণভাবে কৃষকদের মধ্যে বিনিময় হয়;

(ই) "landrace" এর অর্থ উদ্ভিদ প্রজাতি যা প্রাচীনকালের কৃষকরা বা তাদের পরবর্তী কোন প্রজন্ম ব্যবহার করেছে ।

(২) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির ভৌগলিক এলাকার অন্তর্গত কোন জৈব সম্পদের ব্যবহার এবং ঐ সম্পদ সংক্রান্ত জ্ঞানের উপর কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় ঐ সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি যিনি জৈব সম্পদের আহরণ বা সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে চান যা ঐ সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত ভৌগলিক সীমায় পড়ে, জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি সংগ্রহমূল্য হিসাবে লেভী আদায় করতে পারেন যে ।

# ॥ একাদশ অধ্যায় ॥

## স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল

<u>স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলে অনুদান</u>

৪২. রাজ্য সরকার এই আইনের উপযুক্ত প্রয়োগের স্বার্থে স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বলে মনে করবে তা বিধানসভায় বাজেট মারফৎ পাশ করিয়ে অনুদান অথবা ঋণ হিসাবে বরাদ্দ করবে।

স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল গঠন

৪৩. (১) যেখানে স্বায়ত্ব শাসনের কোন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে সেখানে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি মারফৎ রাজ্য সরকার স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল গঠন করবেন।ঐ তহবিলে জমা পড়বে

(ক) ৪২ নং ধারা অনুযায়ী কোন রূপ অনুদান বা ঋণ;

(খ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ থেকে দেওয়া কোন রূপ অনুদান বা ঋণ;

(গ) রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ থেকে দেওয়া কোন রূপ অনুদান বা ঋণ;

(ঘ) ৪১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি কর্তৃক প্রাপ্ত বা বরাদ্দ অর্থ।

(ঙ) রাজ্য সরকার এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের অর্থ।

<u>স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের প্রয়োগ</u>

৪৪. (১) নিম্নলিখিত (২) উপধারা অনুযায়ী, স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান এবং যে উদ্দেশ্যে তহবিলের প্রয়োগ হবে তা রাজ্য সরকার নির্ধারন করবেন।

(২) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত ভৌগলিক সীমার অন্তর্গত অঞ্চলের জৈব সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ঐ জৈব সম্পদের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐ অঞ্চলের মানুষের সুবিধার জন্য এই তহবিলের ব্যবহার হবে।

**জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন**

৪৫. স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের দায়িত্বে যিনি থাকবেন তিনি প্রত্যেক আর্থিক বছরে নির্দিষ্ট ফর্মে বিগত আর্থিক বছরের কাজের হিসাব সহ একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং তার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করবেন।

**জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলির হিসাব নিরীক্ষা**

৪৬. স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের আয় ব্যয়ের হিসাব যথাযথ রাখতে হবে এবং রাজ্যের এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের পরামর্শক্রমে নিরীক্ষা করাতে হবে। ঐ তহবিলের দায়িত্বে যিনি থাকবেন তিনি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পেশ করবেন।

**জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি জেলা-শাসককে দিতে হবে**

৪৭. ৪১ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৪৫ ধারা ও ৪৬ ধারা অনুযায়ী নিরীক্ষকের মতামত সহ নিরীক্ষিত হিসাব ঐ এলাকা যে জেলার অন্তর্গত সেই জেলার জেলা শাসককে জমা দিতে হবে।

## দ্বাদশ অধ্যায়

### বিবিধ

**জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ সর্বদা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন**

৪৮. (১) এই আইনের পূর্ববর্তী ধারাগুলির কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন না করে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ তার কাজ ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত নীতিগত সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবেন।

যদিও এই উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেওয়ার আগে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে যতদূর সম্ভব মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(২) প্রশ্নটি নীতি সংক্রান্ত বা তার বাইরে কি না সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

## রাজ্য সরকারের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা

৪৯. (১) এই আইনের পূর্ববর্তী ধারাগুলির কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন না করেও রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ তার কাজ ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের লিখিত নীতিগত সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবেন।

যদিও এই উপধারা অনুযায়ী নির্দেশ দেবার আগে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদকে যতদূর সম্ভব মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(২) প্রশ্নটি নীতি সংক্রান্ত বা তার বহির্ভূত কি না সে সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

## রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদগুলির মধ্যে বিবাদ-বিতর্কের নিষ্পত্তি

৫০. (১) যদি জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এবং একটি রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় তবে সেই কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপীল (আবেদন) করতে পারবে।

(২) উপরোক্ত (১) নং উপধারার অনুযায়ী প্রতিটি আপীল (আবেদন) কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত নির্দিষ্ট ফর্মে করতে হবে।

(৩) এই আপীলের (আবেদনের) নিষ্পত্তির কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত নিয়মে হবে।

যদিও আপীল নিষ্পত্তির আগে উভয়পক্ষকে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(৪) যদি কোন বিবাদ রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদগুলির মধ্যে সৃষ্টি হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার তা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন।

(৫) উপধারা (৪) অনুযায়ী জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ যখন কোন বিবাদের মীমাংসায় বসবেন তখন তাঁদের স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত পদ্ধতি মানতে হবে।

(৬) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই ধারা অনুযায়ী বিচার প্রক্রিয়ার জন্য দেওয়ানী মামলার পদ্ধতি, ১৯০৮ অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সমান ক্ষমতা ভোগ করবেন, যথা -

1908 এর 5

(অ) যে কোন ব্যক্তিকে সমন পাঠানো এবং হাজিরা দিতে বাধ্য করানো সহ শপথ নিয়ে জেরার উত্তর দিতে বাধ্য করাতে পারবে;

(আ) প্রয়োজনীয় নথিপত্রের খোঁজ ও পেশ করানো;

(ই) এফিডেভিটের মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করা;

(ঈ) সাক্ষীদের বা নথিপত্র পরীক্ষার জন্য কমিশন বসাতে পারবে;

(উ) নিজ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা, অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির জন্য আবেদন বাতিল করা, অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আবেদনের এক তরফা নিষ্পত্তি করা;

(ঊ) কোন অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির জন্য বাতিল আবেদন পুর্নগ্রহণ করা বা এক তরফা ঘোষিত সিদ্ধান্ত বাতিল করা;

(ঋ) এবং অন্য যে কোন বিষয় যা এর আওতাভুক্ত বলে ঘোষিত হবে।

1860 এর 45

(৭) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বিচার কার্য ভারতীয় পেনাল কোডের ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ এবং ১৯৬ ধারার জন্য বিচারকার্য হিসাবে গণ্য হবে এবং

1974 এর 2

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ভারতের দেওয়ানী আদালত বলে ১৯৫ ধারা অনুযায়ী এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ২৬ তম অধ্যায় বলে গঠিত আদালত হিসাবে স্বীকৃত হবে।

**জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের সভ্যগণ, নির্বাহী আধিকারিক প্রভৃতিগণ সরকারী কর্মী হিসাবে গন্য হবেন**

৫১. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের সকল সদস্য, নির্বাহী

1860 এর 45

আধিকারিকগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ, ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ২১ ধারা মতে, সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন যতক্ষন তাঁরা এই আইনের কোন ধারা বলবৎ করা কাজে নিযুক্ত থাকবেন।

**আপীল (আবেদন)**

৫২. যদি কোনও ব্যক্তি, এই আইন বলে, জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের জৈব সম্পদের সুফল বন্টনের সিদ্ধান্ত বা অন্য কোন আদেশ তাদের জন্য ক্ষুব্ধ হন, তবে সেই সিদ্ধান্ত বা

(২) বিশেষতঃ এবং উপরোক্ত ক্ষমতাকে একত্রিত সংকুচিত না করে, নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ে নিয়ম তৈরী করার ক্ষমতা থাকবে, যথা -

(ক) ২৩নং ধারার শর্ত নং(গ) অন্তর্গত রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ কর্তৃক অন্য কিছু দায়িত্ব পালন বিষয়ক;

(খ) ২৪নং ধারার উপধারা নং(১) এ বর্ণিত পূর্ব সূচনা জ্ঞাপনের নিদর্শ (ফর্ম) প্রভৃতি;

(গ) ৩৩নং ধারায় বর্ণিত প্রতি আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের নিদর্শ (ফর্ম) ও প্রতিবেদন তৈরীর সময় ঘোষণা;

(ঘ) ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রতি আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের নিদর্শ (ফর্ম) যা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ কর্তৃক প্রস্তুত হবে এবং আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষিত বিবরণী, হিসাব নিরীক্ষকের মন্তব্য সহ পেশ করার তারিখ নির্ধারণ;

(ঙ) ৩৭নং ধারা অনুযায়ী ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান বা এলাকার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বিষয়ক;

(চ) ৪৪নং ধারার (১)নং উপধারায় বর্ণিত স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ঐ তহবিলের ব্যবহারের ব্যবস্থা করা;

(ছ) ৪৫নং ধারায় উল্লিখিত বাৎসরিক প্রতিবেদনের নিদর্শ এবং প্রস্তুতির সময় সম্পর্কে;

(জ) ৪৬নং ধারা অনুযায়ী স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের হিসাব রক্ষা পদ্ধতি এবং নিরীক্ষিত হিসাব ও হিসাব নিরীক্ষকের মন্তব্য সহ জমা দেবার পদ্ধতি ও তারিখ বিষয়ে;

(ঝ) অন্য যে কোন বিবেচ্য বিষয় ।

(৩) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিটি নিয়ম-বিধান ও নিয়ন্ত্রণ-বিধি রাজ্য বিধানসভার দুই কক্ষে বা এক কক্ষ বিশিষ্ট বিধানসভায় নির্দিষ্ট কক্ষে বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

<u>নিয়ম তৈরীর ক্ষমতা</u>

৬৪. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিয়ম বিধি প্রণয়ন করবে।

## অসুবিধা দূরীকরণের ক্ষমতা

৬৫. (১) যদি কখনও এই আইনের বিধান কার্যকরী করার পথে কোন সমস্যা উৎপন্ন হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের ক্ষমতার সঙ্গে সংগতি রেখে ঐ সমস্যা দূরীকরণের জন্য আদেশ জারী করবেন।

যদিও এই জাতীয় সমস্যা দূরীকরণ আদেশ জারীর ব্যবস্থা মূল আইন জারীর দুই বছর চলার পর করা যাবে না।

(২) এই ধারা বলে জারী হওয়া প্রত্যেকটি আদেশনামা প্রস্তুতির পরই সংসদের প্রত্যেক কক্ষে বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

সুভাষ সি. জৈন

ভারত সরকারের সেক্রেটারী

# জৈববৈচিত্র্য নিয়মাবলী, 2004

# পরিবেশ ও বন মন্ত্রক

## বিজ্ঞপ্তি

### নয়া দিল্লী, 15th এপ্রিল 2005

স.কা.বি. ২৬১(অ) - জৈববৈচিত্র আইন, ২০০২ এর ৬২নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং জাতীয় জৈববৈচিত্র কর্তৃপক্ষ (চেয়ারপারসন ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দের চাকরীর শর্ত, বেতন ও ভাতা) নিয়মাবলী, ২০০৩ এর পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মাবলী চালু করছে, যা এই নিয়মাবলী চালু হওয়ার আগে ঘটে গেছে বা বাদ গেছে তারজন্য ব্যতিত, যথা

১. সংক্ষিপ্ত নাম ও বলবৎ করার সময়

(ক) এই নিয়মাবলীকে জৈববৈচিত্র নিয়মাবলী, ২০০৪ বলা হবে।

(খ) এটি ১৫ই এপ্রিল ২০০৪ থেকে বলবৎ হবে।

২. সংজ্ঞা

বিস্তারিত বর্ণনায় যদি অন্যরূপ না বলা থাকে তবে এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল -

(ক) 'আইন' অর্থ জৈববৈচিত্র আইন, ২০০২ (২০০৩ এর ১৮ নং),

(খ) 'কর্তৃপক্ষ' শব্দের অর্থ হল জাতীয় জৈববৈচিত্র কর্তৃপক্ষ যা ৮ নং ধারার (১)নং উপধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত।

(গ) 'জৈববৈচিত্র ব্যবস্থাপনা কমিটি' অর্থ হল ৪১ ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত জৈববৈচিত্র ব্যবস্থাপনা কমিটি।

(ঘ) 'চেয়ারপারসন' এর অর্থ হল ৪১ ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী জাতীয় জৈববৈচিত্র কর্তৃপক্ষের প্রধান বা রাজ্য জৈববৈচিত্র পর্ষদের প্রধান।

(ঙ) 'ফি' অর্থ যে কোন ধরনের নির্দিষ্ট ফি,

(চ) 'ফর্ম' (নিদর্শ) হল এই নিয়মাবলীর শেষে সংযোজিত ফর্ম (বা নিদর্শ),

(ছ) 'সদস্য' অর্থাৎ জাতীয় জৈববৈচিত্র কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য জৈববৈচিত্র পর্ষদের যে কোন একজন সদস্য বা ঐ কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদের প্রধানকেও বোঝায়।

(জ) 'ধারা' অর্থ আইনের একটি ধারা;

(ঝ) 'সচিব' শব্দের অর্থ ধরা হবে কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সময়ের সচিব-কে;

(ঞ) এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত শব্দ ও প্রকাশগুলি যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি কিন্তু মূল আইনে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেগুলি আইনে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যবহার হবে।

৩. চেয়ারপারসন (বা প্রধান) নির্বাচন পদ্ধতি ও নিয়োগের নিয়মবিধি -

(১) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃপক্ষের প্রধান বা চেয়ারপারসন নিযুক্ত করবেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রধান পদে প্রতিটি নিযুক্তি ডেপুটেশন ভিত্তিতে হবে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরের কাউকে নির্বাচন করে করতে হবে। যদি এই নিয়োগ ডেপুটেশন ভিত্তিতে হয় তবে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারত সরকারের কর্মরত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার হতে হবে।

৪. চেয়ারপারসন (বা প্রধান) পদে কর্মরত থাকার মেয়াদ -

(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান বা চেয়ারপারসন তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন এবং পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য হিসাবে গণ্য হবেন।

(২) চেয়ারপারসন হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তির কর্মরত থাকার মেয়াদ বা পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্তি যা আগে হবে, তখন তার কর্মকাল শেষ হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখিত ভাবে এক মাসের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চেয়ারপারসন পদত্যাগ করতে পারবেন।

৫. চেয়ারপারসনের বেতন ও ভাতা -

(১) চেয়ারপারসন মাসে ২৬,০০০ টাকা বেতন পাবেন। যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি চেয়ারপারসন হন, তবে তাঁর বেতন কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশনামা অনুযায়ী ঐ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মানুযায়ী স্থির হবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন চেয়ারপার্সন ভাতা, ছুটি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর সুবিধা, বাসস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

৬. বেসরকারী সদস্যবৃন্দের কার্যকালের মেয়াদ ও ভাতা -

(১) কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক বেসরকারী সদস্যের কার্যকাল সরকারী গেজেটে তাঁর নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এককালীন তিন বছর মেয়াদের হবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কমিশন বা কমিটির বেসরকারী সদস্যদের জন্য নির্ধারিত হারে কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক বেসরকারী সদস্য সভায় যোগ দেবার জন্য ভাতা, ভ্রমণভাতা, দৈনিক ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা পাবেন।

৭. বেসরকারী সদস্যবৃন্দের পদ পূরণ

(১) কর্তৃপক্ষের একজন বেসরকারী সদস্য যে কোন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজ হাতে লেখা পত্র মারফৎ পদত্যাগ করতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষের ঐ পদটি তৎক্ষনাৎ শূন্য হবে।

(২) কর্তৃপক্ষের বেসরকারী সদস্যপদ-এর নৈমিত্তিক শূন্যতা সম্পূর্ন নূতন মনোনয়নের দ্বারা পূর্ণ হবে এবং যে ব্যক্তি মনোনীত হবেন তিনি যার স্থলে মনোনয়ন পেলেন তার বাকী কার্যকালের মেয়াদ অবধি সদস্য থাকবেন।

৮. কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের অপসারণ

আইনের ১১নং ধারার কোন একটি কারণেও যদি সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভারত-সরকারের সচিব পর্যায়ের নীচে নয় এমন কোন আধিকারিক দ্বারা উপযুক্ত এবং যথেষ্ট অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঐ সদস্যের বক্তব্য শোনার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে, যা না করে কাউকে অপসারণ করা যাবে না।

৯. কর্তৃপক্ষের সচিব -

(১) কর্তৃপক্ষ একজন সচিব নিয়োগ করবেন।

(২) সচিবের নিয়োগের শর্তাবলী কর্তৃপক্ষের নিয়মাবলী অনুযায়ী স্থির হবে।

(৩) সচিবের দায়িত্ব হবে সকল কাজের সমন্বয় করা, কর্তৃপক্ষের তরফে সভা আহ্বান করা, সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত অন্যান্য যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করা।

১০. কর্তৃপক্ষের সভা

(১) কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় দপ্তরে অথবা চেয়ারপারসন দ্বারা স্থির করা অন্য কোন স্থানে বছরে তিনমাস পরপর অন্ততপক্ষে চারবার কর্তৃপক্ষ মিলিত হবেন ।

(২) কর্তৃপক্ষের কমপক্ষে পাঁচজন সদস্যের লিখিত অনুরোধে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চেয়ারপারসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ সভা ডাকতে পারেন।

(৩) সাধারণ সভার জন্য সদস্যদের অন্ততঃ পনের দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে এবং বিশেষ সভার জন্য অন্ততঃ তিন দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, বিজ্ঞপ্তিতে সভার উদ্দেশ্য, সময় ও স্থান যেখানে সভা অনুষ্ঠিত হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

(৪) প্রতিটি সভাই চেয়ারপারসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের থেকে নির্বাচিত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

(৫) কর্তৃপক্ষের সভার সকল সিদ্ধান্ত, প্রয়োজনে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হবে এবং চেয়ারপারসন বা তাঁর অনুপস্থিতিতে যিনি সভাপতিত্ব করবেন তিনি প্রয়োজনে দ্বিতীয় ভোট বা কাস্টিং ভোট দিতে পারবেন।

(৬) প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট থাকবে।

(৭) অন্ততঃ পাঁচজন সদস্যের ( কোরাম) উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ সভার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।

(৮) অন্ততঃ দশদিন আগে জানানো না হলে কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোন বিষয় সভায় বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না, যদিও চেয়ারপারসন তাঁর শর্ত শিথিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনুমতি দিলে তা সভায় গৃহীত হতে পারে।

(৯) সদস্যদের সভার বিজ্ঞপ্তি পত্রবাহক মারফত বা রেজিস্ট্রি ডাক যোগে সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানের ঠিকানায় পাঠাতে হবে অথবা কর্তৃপক্ষের সচিব অবস্থা অনুযায়ী যে পদ্ধতি উপযুক্ত মনে করবেন তার মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।

১১. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষজ্ঞ সমিতি নিয়োগ এবং তার সদস্যদের অধিকার -

(১) কর্তৃপক্ষ বিবেচনা অনুযায়ী যে কোন সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন করতে পারবে যা কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ন সদস্য অথবা সম্পূর্ন সদস্য নয় এমন ব্যক্তিধারা অথবা কিছু সদস্য ও কিছু সদস্য নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হতে পারে।

(২) কর্তৃপক্ষের সদস্য ব্যতিত সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ সভায় যোগদানের জন্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পারিশ্রমিক ও ভাতা পাবেন।

১২. কর্তৃপক্ষের সাধারণ কার্যাবলী

কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কাজ গুলি করতে পারে -

(১) আইনের ৩, ৪ এবং ৬ ধারা অনুযায়ী কাজের পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী স্থির করবে;

(২) কেন্দ্রীয় সরকারকে জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ, তার অংশবিশেষের টেকসই ব্যবহার এবং জৈব সম্পদ ব্যবহারজাত লাভের সুষ্ঠু ও সমভাবে সুবিধা ভাগাভাগি বিষয়ে পরামর্শ দেবে;

(৩) রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদগুলির ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করবে;

(৪) রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদগুলিকে কারিগরী সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করবে;

(৫) অনুসন্ধান, গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করবে (Commission) ;

(৬) কর্তৃপক্ষের কাজের কারিগরী সহায়তা করার জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগ করবে যার কার্যকাল তিন বছরের বেশী হবে না ;

কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট কোন পরামর্শদাতাকে প্রয়োজনে তিন বছরের বেশী সময়ের জন্য নিয়োগ করা যাবে।

(৭) জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ, তার অংশবিশেষের টেকসই ব্যবহার এবং জৈব সম্পদ সম্পর্কিত জ্ঞান ও ব্যবহারজাত লাভের সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষণ, কারিগরী এবং সংখ্যা তথ্য প্রকাশ করা ও নির্দেশিকা (কোড, ওনভ্যয়ানাম) প্রভৃতি ও প্রকাশ করা;

(৮) জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ, তার অংশবিশেষের টেকসই ব্যবহার এবং জৈব সম্পদ সম্পর্কিত জ্ঞান ও ব্যবহারজাত লাভের সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগি বিষয়ে গণমাধ্যমের সাহায্যে একটি সর্বাঙ্গীন কার্যক্রম তৈরী করা;

(৯) যে সকল কর্মী জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও তার অংশবিশেষের টেকসই ব্যবহার বিষয়ে কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন বা নিযুক্ত হতে পারেন তাদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করা;

(১০) কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুতি করবে যাতে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত অনুদান অন্তর্ভূক্ত হবে। বাজেটে অন্তর্ভূক্ত কেন্দ্রীয় অনুদান কেন্দ্রীয়

সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী হবে।

(১১) কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য নতুন পদ সৃষ্টির সুপারিশ করতে পারবে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্ অনুমোদন ছাড়া স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা যাবে না ।

(১২) নিজস্ব আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি অনুমোদন করবে।

(১৩) জৈব সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং ঠিকঠাক ব্যবহারের জন্য জৈব বৈচিত্র নথি এবং

ইলেকট্রনিক তথ্যভাণ্ডারের মাধ্যমে জৈব সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট পরম্পরাগত জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য প্রদান বা তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে ।

(১৪) জৈব বৈচিত্র আইনের ফলপ্রসূ প্রয়োগের জন্য রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ গুলিকে এবং জৈব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গুলিকে লিখিত নির্দেশ দেবে।

(১৫) কর্তৃপক্ষের কার্যাবলিতে এবং আইনের ফলপ্রসূ প্রয়োগ বিষয়ে কেন্দ্রী সরকারকে অবগত করবে।

(১৬) ধারা ৬ -এর উপধারা (১) অনুযায়ী জৈব সম্পদের সুফল ভাগাভাগির ফি সংগ্রহ-এর হার, তার পরিবর্তন বা প্রবর্তন বিষয়ে সুপারিশ করবে এবং ১৯ ধারার (২)নং উপধারা অনুযায়ী রয়্যালটির হারের পরিবর্তনের বা প্রবর্তনের সুপারিশ করবে।

(১৭) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদ এবং জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গুলিকে অনুদান এবং সাহায্য মূলক অনুদান মঞ্জুর করবে।

(১৮) আইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে যে কোনো এলাকা পরিদর্শন করবে।

(১৯) ভারতের কোন জৈব সম্পদ ও তা সম্পর্কিত জ্ঞান বেআইনি পথে দেশের বাইরের কোন দেশে পাচার হয়ে গিয়ে সেখা সম্পদ-এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয় বা মঞ্জুর হয় তবে তার বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালাবার জন্য আইনজ্ঞ নিয়োগ করবে।

(২০) বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত বা প্রদত্ত যে কোন কাজ করবে।

১৩. চেয়ারপারসন (বা প্রধান)-এর কর্তব্য ও ক্ষমতা

(১) কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ চেয়ারপারসন সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন;

(২) ১০ নং ধারার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে, কর্তৃপক্ষের আধিকারিক ও কর্মীদের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা চেয়ারপারসনের থাকবে এবং তিনি কর্তৃপক্ষের ক্রিয়াকলাপ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করতে পারবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের যাবতীয় নথি ও গোপনীয় কাগজপত্র চেয়ারপারসনের হেফাজতে থাকবে এবং সেগুলির নিরাপদ তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষের যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ চেয়ারপারসনের সই সহযোগে অথবা এই বিষয়ে তাঁর সম্মতিপূর্ণ নির্দেশে অন্য কোন আধিকারিকের সই সহযোগে জারী হবে।

(৫) চেয়ারপারসন, হয় নিজে ব্যক্তিগতভাবে অথবা কর্তৃপক্ষের অন্য কোন আধিকারিককে

বিধিসম্মত ক্ষমতা দিয়ে, অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী যাবতীয় ব্যয় মঞ্জুর ও নির্বাহ করবেন।

(৬) চেয়ারপারসনের প্রশাসনিক ও কারিগরী কার্য নির্বাহের জন্য আনুমানিক ব্যয় মঞ্জুর করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

(৭) চেয়ারপারসন সামগ্রিকভাবে কর্তৃপক্ষের সমস্ত সভা আহ্বান ও সভাপতিত্ব করবেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির উপযুক্ত ভাবে রূপায়ণ সুনিশ্চিত করবেন।

(৮) কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অন্য যে কোন ধরণের ভূমিকার জন্য চেয়ারপারসনকে দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন বা সেই ভূমিকা পালন করবেন।

১৪. জৈব সম্পদ বা ঐ সম্পর্কিত পরম্পরা লব্ধ জ্ঞান আহরণের (সংগ্রহের) পদ্ধতি -

(১) যদি কোন ব্যক্তি কোনও জৈব সম্পদ এবং তৎ সংলগ্ন জ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্যে অথবা বাণিজ্যিক ব্যবহার-এর জন্য আহরণ করতে চান তবে ফর্ম নং ১-এ কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে ;

(২) উপবিধি (১) অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নামে দশ হাজার টাকার চেক্ বা ড্রাফট ফিস্ হিসাবে জমা দিতে হবে;

(৩) কর্তৃপক্ষ, আবেদনপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে যথাসম্ভব ৬ম মাসের মধ্যে স্থানীয় সংস্থার সাথে আলোচনা করে এবং যদি প্রয়োজন মনে হয় তবে আবেদনকারীরকাছ থেকে বা অন্য যে কোন সূত্র থেকে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করে বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত দেবেন ।

(৪) আবেদনপত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে কর্তৃপক্ষ যা উপযুক্ত বলে মনে করবে সেইরূপ শর্ত ও নিয়মাবিধি সাপেক্ষে জৈব সম্পদ বা ঐ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য অনুমোদন দিতে পারেন।

(৫) উপরোক্ত প্রাপ্তির অনুমোদন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত চুক্তি সই এর মাধ্যমে হবে ।

(৬) উপবিধি (৫)এ উল্লিখিত চুক্তিপত্র কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিতভাবে তৈরী করবেন, যথা

(ক) অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ;

(খ) জৈব সম্পদের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং সেই সম্পদ সংশ্লিষ্ট পরম্পরাগত জ্ঞান যাবতীয় তথ্য;

(গ) জৈব সম্পদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য (গবেষণা, প্রজনন, বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদি)

(ঘ) শর্তাবলী যার মাধ্যমে আবেদনকারী সেখা সম্পদের অধিকার পেতে পারেন;

(ঙ) আর্থিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক লাভের পরিমাণ। যদি কোন জৈব সম্পদকে গবেষণার জন্য গ্রহণ করে পরবর্তীকালে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাওয়া হয় তবে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এবং পরবর্তী পর্যায়ে যদি আরো উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয় তবে প্রতিটি উদ্দেশ্য

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিরও পরিবর্তন প্রয়োজন।

(চ) কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ছাড়া প্রাপ্ত জৈব সম্পদ এবং সেই সম্পর্কিত পরম্পরাগত জ্ঞান কোন তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করা যাবে না।

(ছ) যে সকল জৈব সম্পদের প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে তা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্থিরকৃত গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং পরিমাণগত সীমা মানতে হবে।

(জ) আবেদনকারীকে জৈব সম্পদ প্রাপ্তির সময় ৩৯ ধারায় চিহ্নিত সংরক্ষণাগারে ঐ সম্পদের নমুনা জমা দেবার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ঝ) কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে গবেষণার অগ্রগতির বিবরণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

(ঞ) জৈব বৈচিত্র্য আইন ও নিয়মাবলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বলবৎ আইন মানতে হবে।

(ট) প্রাপ্ত জৈব সম্পদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও তার টেকসই ব্যবহারের জন্য অঙ্গীকার করতে হবে।

(ঠ) সংগ্রহের সময় পরিবেশের উপর প্রভাব যতদূর সম্ভব কম হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ড) আইনী সংস্থান যথা চুক্তির মেয়াদ, চুক্তি বাতিল করার জন্য বিজ্ঞপ্তি, পৃথক পৃথক চুক্তিধারার বলবৎ হবার স্বাধীনতা, চুক্তি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও সুফল ভাগাভাগির শর্ত সংরক্ষিত রাখা, অজানা কোন সীমাবদ্ধতার দায় (প্রাকৃতিক দুর্যোগ), আরবিট্রেশন (বিতর্কিত) বিষয় নিষ্পত্তি, যে কোন গোপনীয়তা রক্ষার ধারা।

(৭) জৈব সম্পদ প্রাপ্তির অনুমোদন দেবার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার শর্ত থাকবে;

(৮) কর্তৃপক্ষ যদি কোন কারণে আবেদন মঞ্জুর না করতে পারেন তবে লিখিতভাবে কারণ বর্ণনা করে আবেদন বাতিল করতে পারবেন;

(৯) আবেদনকারীকে যথাসময়ে না সুযোগ দিয়ে বা তার বক্তব্য না শুনে কোন আবেদনই বাতিল করা যাবে না।

(১০) কর্তৃপক্ষ যে সকল আবেদন মঞ্জুর করবেন তার ব্যাপক প্রচারের জন্য ছাপা প্রচার মাধ্যম বা বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নেবেন এবং যে সকল শর্তাধীনে অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে তা পালিত হচ্ছে কিনা তা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা করে দেখবেন।

১৫. প্রাপ্তির সুযোগ বাতিল করা বা অনুমোদন প্রত্যাহার করা

(১) ১৪ নং বিধি অনুযায়ী পূর্বে মঞ্জুর করা অনুমোদন কোন অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করতে এবং নিম্নলিখিত শর্তে লিখিত চুক্তি বাতিল করতে

পারবে, যথা

(ক) যে ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তিনি আইনের ধারা লঙ্ঘন করেছেন বা অনুমতির শর্ত ভঙ্গ করেছেন বলে যুক্তিসঙ্গত ধারণা হ'লে;

(খ) যে ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তিনি চুক্তির শর্ত মানতে ব্যর্থ হয়েছেন;

(গ) অনুমতি পাবার শর্তাবলীর কোন একটি পালনে ব্যর্থতা;

(ঘ) ব্যাপক জনস্বার্থের বিঘ্ন ঘটার জন্য বা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণের বিঘ্ন ঘটার জন্য।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রতিটি অনুমোদন প্রত্যাহার আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদ এবং জৈব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিকে পাঠাবে যাতে তা কার্যকর হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ, যদি কিছু হয়ে থাকে তার মাত্রা নির্ধারণ এবং ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

১৬. জৈব সম্পদের প্রাপ্তি সংক্রান্ত কাজকর্মের বিধি নিষেধ-

(১) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী জৈব সম্পদের প্রাপ্তি সংক্রান্ত অনুরোধ নিম্নলিখিত কারণের জন্য নিয়ন্ত্রণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে

(ক) অবলুপ্ত প্রায় কোন জৈব সম্পদের প্রাপ্তির অনুরোধ,

(খ) কোন বিশিষ্ট দেশজ ( যা পৃথিবীতে কেবল ঐ অঞ্চলেই পাওয়া যায়) এবং দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির প্রাপ্তির অনুরোধ;

(গ) কোন জৈব সম্পদের প্রাপ্তির অনুরোধ যা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে;

(ঘ) কোন জৈব সম্পদের প্রাপ্তির অনুরোধ যা পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে যার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিপূরণ দুষ্কর;

(ঙ) যদি নির্দিষ্ট জৈব সম্পদের প্রাপ্তির অনুরোধ জিনগত অবক্ষয় ঘটায় বা বাস্তুতন্ত্রের কার্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারে;

(চ) জৈব সম্পদের ব্যবহার যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং ভারত সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি বিরোধী হয়।

১৭. গবেষণালব্ধ ফল হস্তান্তরের অনুমোদন চাওয়ার পদ্ধতি

(১) কোন ব্যক্তি যদি ভারতে প্রাপ্ত জৈব সম্পদ নিয়ে গবেষণার ফল আর্থিক মূল্যে বিদেশী মানুষ, বিদেশী কোম্পানী এবং অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করতে চান তবে তাঁকে কর্তৃপক্ষের কাছে ফর্ম নং ২-তে আবেদন করতে হবে।

(২) ১ নং উপবিধি অনুযায়ী প্রতিটি আবেদন পত্রের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নামে পাঁচ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট বা চেক ফিস্ বাবদ জমা দিতে হবে।

(৩) ১ নং উপবিধি অনুযায়ী প্রতিটি আবেদন কর্তৃপক্ষ পাওয়ার যথাসম্ভব তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ যদি আবেদনকারীর সকল শর্ত পূরণের বিষয়ে সন্তুষ্ট হন তবে গবেষণার ফল হস্তান্তরের আবেদনে মঞ্জুরী দেবেন, প্রয়োজনে প্রতিটি ক্ষেত্রের অবস্থা বিচারে নতুন কোন নিয়ম ও শর্ত আরোপ করতে পারেন।

(৫) হস্তান্তরের আবেদন মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে কার্যকর হবে। লিখিত চুক্তির বয়ান কর্তৃপক্ষ যেমন স্থির করবেন তাই হবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন কোন আবেদন মঞ্জুর যোগ্য নয় তবে লিখিত ভাবে কারণ ঘোষণার মাধ্যমে তা অগ্রাহ্য করতে পারেন, যদিও আবেদন অগ্রাহ্য করার আগে আবেদনকারীকে তার বক্তব্য পেশ করার উপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে।

১৮. মেধা সম্পদের সুরক্ষার আবেদন করার আগে পূর্ব অনুমোদন পাওয়ার পদ্ধতি

(১) যদি কোন ব্যক্তি ভারতে প্রাপ্ত জৈব সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার সংক্রান্ত পেটেন্ট বা অন্যরূপ কোন মেধা সম্পদের অধিকারের জন্য আবেদন করতে চান তবে তা ফর্ম নং ৩-এ করতে হবে।

(২) উপরোক্ত উপবিধি (১) অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনের সঙ্গে ফিস্ বাবদ পাঁচশ টাকা দিতে হবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ আবেদন পাবার তারিখ থেকে যথাসম্ভব তিন মাসের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের পর, আবেদন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

(৪) যদি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারী প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করেছেন, তবে কর্তৃপক্ষ পেটেন্টের আবেদন বা অন্য কোন মেধা স্বত্বের অধিকার মঞ্জুর করতে পারেন, প্রয়োজনে প্রতিটি ক্ষেত্রের অবস্থা বিচারে স্বতন্ত্র নিয়ম ও শর্ত আরোপ করতে পারেন।

(৫) আবেদন মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ হবে। লিখিত চুক্তির বয়ান কর্তৃপক্ষ যেমন স্থির করবেন তাই হবে।

(৬) কর্তৃপক্ষের যদি কোন আবেদন বাতিলযোগ্য বলে তা মনে হয় তবে কারণ লিপিবদ্ধ করে তা বাতিলও করতে পারেন। আবেদন বাতিল করার আগে আবেদনকারীকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

১৬. ১৩ নং ধারার (২)নং উপধারা অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তরের পদ্ধতি

(১) যে ব্যক্তিবর্গ জৈব সম্পদ এবং ঐ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রাপ্তির অনুমতি পেয়েছেন এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে তা হস্তান্তর করতে চান তবে তাকে ফর্ম নং ৪-এ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।

(২) উপবিধি (১) অনুযায়ী প্রত্যেকটি আবেদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নামে চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট মারফৎ দশ হাজার টাকা ফিস্‌ জমা দিতে হবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ আবেদন পাবার তারিখ থেকে যথাসম্ভব ছয় মাসের মধ্যে অতিরিক্ত কোন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন থাকলে, তা সংগ্রহ করে, সিদ্ধান্ত জানাবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী সকল শর্ত পূরণ করেছে এই মর্মে সন্তুষ্ট হলে তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তরের আবেদন মঞ্জুর করতে পারেন, প্রয়োজনে প্রতিটি ক্ষেত্রের অবস্থা বিচারে নতুন কোন নিয়ম ও শর্ত আরোপ করতে পারেন।

(৫) ৪ নং উপবিধি অনুযায়ী আবেদন মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের তরফে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে হবে। চুক্তির বয়ান কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন।

(৬) কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে কারণ ঘোষণা করে কোন আবেদন বাতিলও করতে পারবেন, যদিও এই জাতীয় বাতিল ঘোষণা করার আগে আবেদনকারীর বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।

২০. লাভের সমবন্টনের শর্তাবলী (২১ নং) ধারাঅনুযায়ী ) -

(১) কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি মারফৎ লাভের সমবন্টনের সূত্র ও নির্দেশাবলী প্রকাশ করবেন।

(২) নির্দেশাবলীতে থাকবে আর্থিক ও অন্যান্য লাভ যথা লয়ালটি; যৌথ ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা; কারিগরী পদ্ধতি হস্তান্তর; পণ্য উন্নয়ন; শিক্ষা ও সচেতনতা উন্নয়ন প্রচেষ্টা; প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা তৈরী ও প্রচেষ্টার মূলধন তহবিল।

(৩) লাভের সমবন্টন সূত্র ক্ষেত্র অনুযায়ী বিবেচিত হবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ জৈব সম্পদের ও তার সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে পাওয়া গবেষণালব্ধ সুফল বা পেটেন্টের আবেদন এবং মেধা স্বত্ব অধিকার (আই আর) বা তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর হওয়ার যখন আবেদন মঞ্জুর করবেন তখন ঐ জৈব সম্পদের বা তার সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ব্যবহার জনিত লাভের সমবন্টনের নিয়ম ও শর্ত আরোপ করবে।

(৫) লাভের পরিমাণ আবেদনকারী ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষ আলোচনার ভিত্তিতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও লাভের দাবীদারগণের সঙ্গেও আলোচনা করে প্রাপ্তির শর্তসাপেক্ষ, ব্যবহারের পরিমাণ, টেকসই কিনা জানা, প্রত্যাশিত ফলশ্রুতি ও তার প্রভাব বিবেচনা করে এবং জৈব সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার-এর বিঘ্ন না ঘটিয়ে, স্থির করতে হবে।

(৬) প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ, সংক্ষিপ্ত, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে লাভের বন্টন যাচাই করার জন্য, সময়সীমা ধার্য করবেন ।

(৭) লাভ যেন জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ ও তার টেকসই ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করে তা কর্তৃপক্ষ দেখবেন ।

(৮) যখন কোন জৈব সম্পদ বা সে সম্পর্কিত জ্ঞান কোন একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত হবে, তখন কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবেন যাতে স্বীকৃত অর্থ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরাসরি তাদেরকে দেওয়া হয় । যেক্ষেত্রে কোন একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সংস্থাগুলি সুনিশ্চিত নয় তখন আর্থিক লাভ জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য তহবিলে জমা দিতে হবে।

(৯) নির্ধারিত লাভের পাঁচ শতাংশ কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদের প্রশাসনিক ও সহায়তা ব্যয় (হস্তান্তর ফলাফল) এর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

(১০) কর্তৃপক্ষ ৪ নং উপবিধি অনুযায়ী নিজস্ব স্থির করা পদ্ধতিতে আর্থিক লাভের ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

২১. জাতীয় জৈব বৈচিত্র তহবিলের প্রয়োগ -

(১) জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য তহবিল কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন বা অন্য কোন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, যাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তার দ্বারা পরিচালিত হবে।

(২) জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য তহবিলে দুই প্রকার পৃথক হিসাবের খাত থাকবে, এক, যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অপরটি হ'ল ফি আদায়, লাইসেন্স ফি, রয়্যালটি এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য আদায়।

২২. জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন -

(১) প্রতিটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ প্রশাসনিক এলাকার জন্য একটি জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করবেন।

(২) উপবিধি (১) অনুযায়ী গঠিত জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতিতে একজন প্রধান বা চেয়ারপারসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মনোনীত অনধিক ছয়জন সদস্য থাকবে, এই সদস্যের এক তৃতীয়াংশ মহিলা ও ১৮ শতাংশ তপশীল জাতি বা উপজাতি সদস্য দ্বারা গঠিত হবে।

(৩) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধানের কাস্টিং ভোটাধিকার থাকবে।

(৪) জৈব বৈচিত্র্য সমিতির প্রধানের কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর হবে।

(৫) সমিতির সভায় স্থানীয় বিধানসভা সদস্য / বিধান পরিষদ সদস্য এবং স্থানীয় লোকসভা সদস্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হবেন।

(৬) জৈব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির (ঐগুণ)-র মূল কাজ হবে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জন জৈব বৈচিত্র্য নথি প্রস্তুত করা। ঐ নথিতে থাকবে স্থানীয় জৈব বৈচিত্র্যের ও সেই সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তারিত তথ্য, তাদের ঔষধিগুণ বা অন্যান্য ব্যবহার বা ঐ সম্পর্কিত প্রাচীন জ্ঞানের তথ্য।

(৭) জৈব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির অন্যান্য কাজগুলি হল রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সূচিত কোন অনুমোদনযোগ্য আবেদন বিবেচনা করা, স্থানীয় বৈদ্য বা চিকিৎসক যারা জৈব সম্পদের ব্যবহার করেন তাদের সম্পর্কে তথ্য রাখা।

(৮) কর্তৃপক্ষ জন জৈব বৈচিত্র্য নথিকরণ কিভাবে হবে, তার মধ্যে কি কি তথ্য থাকবে এবং ইলেকট্রনিক তথ্য ভাণ্ডার কিভাবে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেবেন।

(৯) কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদ জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতিকে জন জৈব বৈচিত্র্য নথি প্রস্তুত করার জন্য পথনির্দেশ এবং কারিগরি সহায়তা দেবেন।

(১০) জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি জন জৈব বৈচিত্র্য নথির তথ্য যাচাই করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

(১১) স্থানীয় জৈব সম্পদ ও তা সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ জন্য যে সব অনুমোদন মঞ্জুর করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ, ফি সংগ্রহের বিবরণ এবং প্রাপ্ত লাভের এবং লভ্যাংশ বন্টনের বিস্তারিত তথ্য সন্নিহিত করে সমিতিকে একটি রেজিস্টার রাখতে হবে।

২৩. ৫০ নং ধারা অনুযায়ী বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আপীল

(১) যদি কর্তৃপক্ষ অথবা এক রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদ বা এক পর্ষদের সঙ্গে অন্য পর্ষদের কোন আদেশের রূপায়ণ বা নির্দেশ নিয়ে বা নীতি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয় তবে যে কোন বিক্ষুব্ধ পক্ষ অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদ যাই হোক্ না কেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ৫০ নং ধারা মতে এবং ৫ নং ফর্মে ভারত সরকারের বন এ

পরিবেশ দপ্তরের সচিবের কাছে আপীল করতে পারবেন ।

(২) যদি এক রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ-এর সঙ্গে অন্য একটি পর্ষদ বা পর্ষদ-সমূহের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে যে কোন এক বিক্ষুব্ধ পর্ষদ বা পর্ষদসমূহ যিনিই হোন না কেন, বিবাদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে পারবেন, যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির জন্য পাঠাবেন।

(৩) আপীল আবেদনের স্মারকলিপিতে বিবাদের বিবরণ ও বিক্ষোভের বিস্তারিত ক্ষেত্রের বর্ণনা যার ভিত্তিতে আবেদনকারী আপীল জানাচ্ছেন, তা থাকতে হবে এবং কি নিষ্পত্তি চান তা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে।

(৪) আপীল আবেদনের স্মারকলিপির সঙ্গে আদেশ, নির্দেশ বা নীতি সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য অনুলিপি দিতে হবে এবং ঐ স্মারকলিপিতে আবেদনকারীর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে স্বাক্ষর করতে হবে।

(৫) বিবাদস্থ আদেশ, নির্দেশ বা নীতি সিদ্ধান্ত ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে ২য় ব্যক্তিগতভাবে হাতে হাতে অথবা প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদসহ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে আপীল আবেদন চার প্রস্থে জমা দিতে হবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার আপীল করার বিলম্বের কারণের উপযুক্ততায় সন্তুষ্ট হন তবে বিবাদস্থ আদেশ, নির্দেশ বা নীতি সিদ্ধান্ত ঘোষণার ৩০ দিনের পরে, কিন্তু ৪৫ দিনের মধ্যে, লিখিতভাবে কারণটি

লিপিবদ্ধ করে আবেদন করতে পারবেন।

(৬) আপীল নিষ্পত্তির শুনানীর জন্য বিজ্ঞপ্তি ৬ নং ফর্মে রেজিস্ট্রী ডাকে, প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ সহ, পাঠাতে হবে।

(৭) কেন্দ্রীয় সরকার আবেদনকারী ও অপরপক্ষের বক্তব্য শোনার পর আপীল আবেদনের নিষ্পত্তি করবেন।

(৮) আপীল আবেদনের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিবাদস্থিত আদেশ, নির্দেশ বা নীতি সিদ্ধান্তের আংশিক, সম্পূর্ণ বহাল বা বাতিল করা যাবে।

(৯) আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করার সময় কর্তৃপক্ষ সর্বদা স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ করবেন, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নিয়ম অনুযায়ী করতে বলা হয়েছে।

২৪. ৬১ নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারীর পদ্ধতি -

(১) ৬১ নং ধারার (খ) উপ-ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারির পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে , যথা -

(অ) ফর্ম নং ৭-এ লিখিত আকারে বিজ্ঞপ্তি জারী হবে

(আ) যিনি বিজ্ঞপ্তি জারী করছেন তিনি তা পাঠাবেন

(ক) যদি অভিযুক্ত অপরাধ কোন শান্তিত অঞ্চলে ঘটে তবে জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে;

(খ) যদি অভিযুক্ত অপরাধ রাজ্য শাসিত এলাকায় ঘটে, তবে তা রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদের চেয়ারপার্সনকে।

(২) উপবিধি (১) এ উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ সহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠাতে হবে, এবং

(৩) উপবিধি (১) অনুযায়ী যেদিন কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিটি পাবেন সেই তারিখ থেকে ৬১ নং ধারার (খ) উপধারায় ৩০ দিনের মেয়াদ ধরা হবে।

## নিদর্শ 1

(১৪ নং নিয়ম দেখুন)

জৈব সম্পদ এবং তদ্ সংক্রান্ত পরম্পরাগত জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র

অংশ - এ

(১) আবেদনকারী সম্পর্কীয় পূর্ণ বিবরণ -

(২) নাম

(৩) স্থায়ী ঠিকানা -

(৪) ভারতে বসবাসকারী যোগাযোগ রক্ষাকারী কোন ব্যক্তি / প্রতিনিধির ঠিকানা -

(৫) সংগঠনের কার্যধারার রূপরেখা / পরিচিতি (একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ব্যক্তির কার্যধারার পরিচিতি বা রূপরেখা)

(বিবৃতির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র যুক্ত করবেন)

(৬) ব্যবসার প্রকৃতি -

(৭) সংগঠনের বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)

২. যে জৈব বস্তু এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী তার বিস্তারিত বিবরণ ও ধরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য।

(ক) জৈব সম্পদটির সনাক্তকরণ (বিজ্ঞানসম্মত নাম) এবং তার পরম্পরাগত ব্যবহার,

(খ) সংগ্রহ করবার জন্য প্রস্তাবিত স্থানটির ভৌগলিক অবস্থান,

(গ) প্রাচীন জ্ঞানের বিবরণ/ধরণ (মৌখিক /প্রামাণ্য),

(ঘ) উল্লিখিত প্রাচীন জ্ঞান কোন্ ব্যক্তিবিশেষ/গোষ্ঠির অধিগত,

(ঙ) জৈব সম্পদটি কি পরিমাণে সংগ্রহ করা হবে (সংগ্রহের কার্যসূচি)

(চ) প্রস্তাবিত জৈব সম্পদ কতদিন ধরে সংগ্রহ করা হবে,

(ছ) জৈব সম্পদ নির্বাচনের জন্য সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি সংখ্যা ও নাম

(জ) প্রস্তাবিত সংগ্রহের উদ্দেশ্য, সেই সম্পর্কীয় গবেষণা, বর্তমান ও সম্ভাব্য বাণিজ্যিক ব্যবহার,

(ঝ) এই প্রস্তাবিত সম্পদ সংগ্রহের ফলে জৈব সম্পদের অন্য কোন অংশের বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না?

৩. কোন জাতীয় সংস্থা এই গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহন করলে তার বিস্তারিত বিবরণ -

৪. সংগৃহীত জৈব সম্পদের প্রাথমিক গন্তব্যস্থানের নাম এবং গবেষণা ও উন্নয়নের কার্যস্থানের পরিচয়

৫. আর্থিক বা অন্য কোন লাভ যা যেথা হক মারফত প্রাপ্য হবে, সংগৃহীত জৈব সম্পদ ও তার সম্পর্কিত জ্ঞান-এর ভিত্তিতে পাওয়া পেটেন্ট-এর অধিকার বা আবেদনকারী নিজে বা তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশ অর্জন করতে পারেন ।

৬. সংগৃহীত জৈব সম্পদ ও তার সম্পর্কীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে জৈব কারিগরী, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা অন্য কোন লাভ যা আবেদনকারী বা আবেদনকারী যে দেশের নাগরিক সেই দেশ পেতে পারে?

৭. সংগৃহীত জৈব সম্পদ ও প্রাচীন জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত লভ্যাংশ যা জাতীয় সমাজে বা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে বর্তাতে পারে

৮. লাভের বন্টন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি

৯. অন্য যা কিছু তথ্য যা আনুষঙ্গিক বলে মনে হয়

অংশ ঐ

ঘোষণা পত্র

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,

- প্রস্তাবিত জৈব সম্পদ সংগ্রহের ফলে ঐ সম্পদের টেকসই অবস্থানের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না;

- প্রস্তাবিত জৈব সম্পদ সংগ্রহ পরিবেশের ওপর কোন প্রভাব ঘটাবে না;

- প্রস্তাবিত জৈব সম্পদ সংগ্রহ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের কোন বিপদ ঘটাবে না;

- প্রস্তাবিত জৈব সম্পদ সংগ্রহ স্থানীয় মানুষের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে না,

আমি/আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আবেদনপত্রে যে সব তথ্য দেওয়া হল তা আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক এবং আমি / আমরা ঐ সকল তথ্য মিথ্যা বা ভুল হলে তার জন্য দায়ী থাকবো।

স্বাক্ষর

স্থান — নাম

তারিখ — পদমর্যাদা

নির্দশ - ২

(১৭ নং নিয়ম দেখুন)

জৈব সম্পদের উপর গবেষণা লব্ধ ফল বিদেশী ব্যক্তি, কোম্পানীকে, অনাবাসী কোন ভারতীয়কে বাণিজ্যিক ব্যবহার উদ্দেশ্যে হস্তান্তরের জন্য জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাপ্য অনুমোদনের আবেদন পত্র।

১. আবেদনকারীর পূর্ণ বিবরণ

(ক) নাম

(খ) ঠিকানা

(গ) পেশার বিস্তারিত বিবরণ

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করুন)

২. গবেষণার ফলের পূর্ণ বিবরণ -

৩. গবেষণায় ব্যবহৃত জৈব সম্পদের এবং / অথবা তৎসম্পর্কিত ব্যবহৃত জ্ঞানের পূর্ণ বিবরণ -

৪. গবেষণার জন্য ব্যবহৃত জৈব সম্পদটির আহরণস্থলের ভৌগলিক অবস্থান -

৫. পরম্পরাগত জ্ঞান যা গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ এবং তা যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ -

৬. গবেষণা ও তদ-সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ যে প্রতিষ্ঠানে হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ -

৭. ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান-এর বিবরণ যাদের কাছে গবেষণার ফল হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক -

৮. হস্তান্তরিত গবেষণার ফল বাণিজ্যিকরূপ হলে যে আর্থিক, জৈবপ্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লাভ আশা করা হচ্ছে, যা ব্যক্তির / সংস্থার প্রাপ্য হতে পারে তার বিস্তারিত বিবরণ -

৯. গবেষণার ফল হস্তান্তরের ফলে যে আর্থিক, জৈবপ্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লাভ যা আবেদনকারী আশা করছেন বা লাভ করতে পারেন তার বিস্তারিত বিবরণ -

১০. আবেদনকারী, যিনি গবেষণার ফল হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক, তাঁর ও প্রাপকের মধ্যে যদি কোন চুক্তি বা বোঝাপড়া (বন্ধ) হয়ে থাকে তবে তার বিস্তারিত বিবরণ

ঘোষণা

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই আবেদনে লেখা সকল তথ্যই সত্য ও সঠিক এবং আমি / আমরা কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্যের জন্য দায়ী থাকবো।

স্বাক্ষর

স্থান নাম

তারিখ পদমর্যাদা

ফিমর্শ - ৩

(১৮নং নিয়ম দেখুন)

মেধা সম্পদের অধিকার পাবার জন্য জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের নিকট আগাম অনুমোদনে আবেদন পত্র।

১. আবেদনকারীর সম্পূর্ণ বিবরণ -

(১) নাম

(২) ঠিকানা

(৩) পেশার বিস্তারিত বিবরণ

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করুন)

২. আবিষ্কারের বিস্তারিত বিবরণ যার জন্য মেধা সম্পদের অধিকার চাওয়া হচ্ছে।

৩. আবিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত জৈব সম্পদ এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান যা ব্যবহৃত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ -

৪. আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জৈব সম্পদ যেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার ভৌগলিক অবস্থানের বিবরণ

৫. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাচীন জ্ঞানের পূর্ণ বিবরণ এবং তা যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ

৬. যে প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ

৭. আবিষ্কার বাণিজ্যকরণের জন্য আবেদনকারী যে আর্থিক, জৈবসামগ্রী, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লাভ আশা করেন বা পেতে পারেন তার বিস্তারিত বিবরণ -

ঘোষণাপত্র

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই আবেদনে লেখা সকল তথ্যই সত্য ও সঠিক এবং আমি / আমরা কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্যের জন্য দায়ী থাকবো।

স্বাক্ষর

স্থান — নাম

তারিখ — পদমর্যাদা

নিদর্শ ঃ

(১৯ নং নিয়ম দেখুন)

জৈব সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট প্রাচীন জ্ঞান সংগৃহীত হওয়ার পর তা তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তরের অনুমতি পাবার জন্য জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পত্র।

১. আবেদনকারীর সম্পূর্ণ বিবরণ -

(১) নাম

(২) ঠিকানা

(৩) পেশার বিস্তারিত বিবরণ

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করুন)

২. সংগৃহীত জৈব সম্পদ ও তৎসম্পর্কিত প্রাচীন জ্ঞান এর বিস্তারিত বিবরণ -

৩. সংগ্রহ চুক্তির পূর্ণ বিবরণ (অনুলিপি যুক্ত করতে হবে)

৪. লাভ সমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং লাভের বন্টনের ব্যবস্থা / পদ্ধতি যা এ পর্যন্ত প্রণীত হয়েছে তার বিবরণ-

৫. যাকে সংগৃহীত জৈব বস্তু / তৎসম্পর্কিত প্রাচীন জ্ঞান হস্তান্তর করতে চাওয়া হচ্ছে সেই তৃতীয় পক্ষের সম্পূর্ণ বিবরণ-

৬. তৃতীয় পক্ষকে প্রস্তাবিত হস্তান্তরের উদ্দেশ্য -

৭. সংগৃহীত জৈব বস্তু এবং তা সম্পর্কিত জ্ঞান হস্তান্তর করলে যে আর্থিক, সামাজিক, জৈব কারিগরী, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লাভ তৃতীয় পক্ষ আশা করেন বা পেতে পারেন তার বিস্তারিত বিবরণ

৮. তৃতীয় পক্ষ এবং আবেদনকারীর মধ্যে কোন চুক্তি হয়ে থাকলে তার সম্পূর্ণ বিবরণ

৯. সংগৃহীত জৈব বস্তু ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞান তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করলে প্রত্যাশিত সুফল যা জাতীয় সমাজে বা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে বর্তাতে পারে -

১০. তৃতীয় পক্ষ প্রস্তাবিত হস্তান্তর করলে লাভের বন্টনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতি কি হবে

১১. অন্য কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য -

ঘোষণাপত্র

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আবেদনপত্রে সরবরাহ করা তথ্যাদি জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক এবং আমি / আমরা কোন মিথ্যা ও ভুল তথ্যের জন্য দায়ী থাকব।

স্বাক্ষর

স্থান — নাম

তারিখ — পদমর্যাদা

নির্দেশ - ৫

২৩(১) নং নিয়ম দেখুন

আপীল আবেদনের নির্দেশ

[Form of Memorandum of Appeal]

__________..........পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, নয়া দিল্লী, সমীপে

বা

জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ

(যা প্রযোজ্য হবে)

(জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২-এর ৫০ নং ধারা অনুযায়ী আপীলের স্মারকলিপি)

আপীল নং ________________________________ ২০০ ____

________________________________

________________________________ ____ আপীল আবেদনকারী (আবেদনকারীরা)

বনাম

________________________________

________________________________ ____ বিবাদী (বিবাদীরা)

(এখানে কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা / পর্ষদের পদমর্যাদা

যা প্রযোজ্য তা লিখুন)

আপীল আবেদনকারী ____________ তারিখে বিবাদী (বিবাদীরা) কর্তৃক জারি করা আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত তথ্য ও আধারের ভিত্তিতে আপীলের স্মারকলিপি বিবেচনার জন্য রাখছে

১. তথ্য (Fact)

(এখানে সংক্ষেপে বিবাদ বিষয়ক ঘটনার বিবৃতি)

২. আধার (Ground)-

(এখানে যে আধারের ভিত্তিতে আপীল করা হল তার বিবৃতি)

(১)

(২)

(৩)

৩. প্রতিকার যা চাওয়া হচ্ছে

(১)

(২)

(৩)

৪. প্রার্থনা

(ক) উপরে বিবৃত বর্ণনার আলোকে আবেদনকারী যথাযথ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রার্থনা করে যেন বিবাদীর আপত্তিকর আদেশ বাতিল করা হয় বা সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।

(খ) বিবাদীর কর্তৃক তৈরী করা নীতি /নির্দেশাবলী / নিয়মাবলী যেন বাতিল ঘোষণা / সংশোধন / আংশিক পরিমার্জনা হয় ____________________ পর্যন্ত

(গ) ____________________________________________

আপীল আবেদনকারীর স্বাক্ষর

| | |
|---|---|
| স্থান | সীলমোহর সহ |
| তারিখ | ঠিকানা |

ঘোষণা

(Verification)

আমি, আপীল আবেদনকারী এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

---

........______ দিন ........_____ মাস ____________ সাল।

আপীল আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(শীলমোহর সহ)

ঠিকানা

আপীল আবেদনকারীর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর

সংযুক্তি - (১) আদেশনামার সংশিত অনুলিপি বা নির্দেশের সংশিত অনুলিপি বা নীতি সিদ্ধান্ত ঘোষণার অনুলিপি যার বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে।

নিদর্শ ৬

৯.৩(৫) নং নিয়ম দেখুন

____________ পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, নয়া দিল্লী, সমীপে

বা

জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ

(যা প্রযোজ্য হবে)

আপীল নং ________________________________ ২০০ ______

মধ্যে

______________________________

........................................................ ...... আপীল আবেদনকারী (আবেদনকারীরা)

বনাম

______________________________

______________________________      ____ বিবাদী (বিবাদীরা)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হল যে, উপরোক্ত আপীল আবেদন যা আদেশের / নির্দেশের / নীতি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে (বিস্তারিত লিখুন ২(৫)) করা হয়েছে, ______________________________ তারিখে ______________________________ স্থানে শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে।

আপীল আবেদন-এর স্মারকলিপির অনুলিপি ও অন্যান্য সংযুক্তি পত্রাবলী এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আপনার অবগতকরণের জন্য পাঠানো হল।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যদি আপনি শুনানীর নির্দিষ্ট দিনে এবং পরবর্তী শুনানীর দিনগুলিতে অনুপস্থিত থাকেন তবে আবেদনপত্রটি এক তরফা সিদ্ধান্ত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপীল আবেদন গ্রহণকারীর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী

(শীলমোহর সহ)

তারিখ

স্থান

নিদর্শ ৭

বিজ্ঞপ্তির ফর্ম বা নিদর্শ

৯৪(১) নং নিয়ম দেখুন

প্রাপ্তি রসিদ ব্যবস্থা সহ রেজিস্টার্ড ডাক যোগে প্রেরিত

শ্রী ______________________

______________________

______________________ -এর নিকট থেকে

প্রতি

______________________

______________________

______________________

বিষয় - জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ এর ৬১(খ) ধারানুসারে বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ ভঙ্গ করে একটি অপরাধ নিম্নলিখিত আইনভঙ্গকারী

______________________________________________ দ্বারা

সংঘটিত হয়েছে / সংঘটিত হতে চলেছে __________

২ আমি / আমরা জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ -এর ৬১(খ) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি জারী করছি যে, আমি / আমরা জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২-এর ধারা ভঙ্গের জন্য

………………………………………………………………………………………… -এর বিরুদ্ধে

মহামান্য আদালতে অভিযোগ জানাতে চলেছি।

৩ আমার / আমাদের এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আমি / আমরা প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত নথি যুক্ত করলাম।

স্থান স্বাক্ষর

তারিখ

ব্যাখ্যা -

(১) যদি বিজ্ঞপ্তিটি কোন কোম্পানীর নামে জারী করা হয় তবে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির ঐ কোম্পানীর তরফে স্বাক্ষরের অধিকারের প্রামাণ্য নথি অবশ্যই সঙ্গে দিতে হবে।

(২) আইন ভঙ্গকারীর নাম ও ঠিকানা দিতে হবে। যদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কোন জৈব সম্পদ / জ্ঞান / গবেষণা / জৈব সমীক্ষা এবং জৈব ব্যবহার / মেধা সম্পদের অধিকার / পেটেন্ট ব্যবহার করা হয় তবে তার বিস্তৃত বিবরণ ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের (যদি কিছু থাকে) তথ্য দিতে হবে।

(৩) আইন ভঙ্গ / অপরাধের তদন্ত করার জন্য ছবি, অভিযোগী রিপোর্ট ইত্যাদি প্রামাণ্য নথি হিসাবে দিতে হবে।

[নং J -22018/57/2002 - CSC(BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

## পরিবেশ ও বন মন্ত্রক নয়া দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সমূহ

S.O. 1146 (E) - জৈব বৈচিত্র আইন, ২০০২ (২০০৩ এর ১৮ নং) -এর ধারা ১ এর উপধারা (৩) -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার ১লা অক্টোবর, ২০০৩ তারিখ থেকে এই আইনের নিম্ন লিখিত ধারাগুলি বলবৎ করছেন, যথা ধারা ১ এবং ২, ধারা ৮ হইতে ১৭ (উভয়ধারাই ধরা হবে), ধারা ৪৮, ৫৪, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৪ এবং ৬৫ ।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

G.S.R.779 (E) - জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ (২০০৩ এর ১৮ নং) -এর ৬২নং ধারার উপ-ধারা (১) ও (২) (ন) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত নিয়ম জারী করছেন, যথা চেয়ারপারসন ও অন্যান্য সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং চাকুরীর শর্তের নিয়মাবলী, ২০০৩ যা ১ অক্টোবর, ২০০৩ থেকে বলবৎ হবে।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

S.O. 1147(E) – জৈব বৈচিত্রা আইন ২০০২ (২০০৩ এর ১৮ নং) -এর ধারা ৮ এর উপধারা (১) এবং (৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা ১ অক্টোবর, ২০০৩ থেকে উক্ত আইনের প্রয়োগহেতু 'জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষ' নামে একটী সংস্থা স্থাপিত বলে ঘোষণা করেছেন যা নিম্নলিখিত সদস্য দ্বারা গঠিত হবে: ৮ নং ধারার (৪) নং উপধারার ক্লজ (ন) অনুযায়ী একজন সদস্য চেয়ারপারসন হিসাবে ১ অক্টোবর, ২০০৩ থেকে।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

S.O 497(E) - জৈব বৈচিত্র্য আইন ২০০২ (২০০৩ এর ১৮ নং) এর ৮ নং ধারার উপধারা (১) ও (৪), জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ((বেতন, ভাতা এবং চেয়ারপারসন ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের চাকুরীর শর্ত) নিয়মাবলী, ২০০৩ এর নিয়ম (৫) এর উপ নিয়ম (১) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের নিম্নলিখিত বেসরকারী সদস্যবৃন্দকে নিয়োগ করছে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি নং এস.ও ১১৪৭(ক) যা ১ অক্টোবর, ২০০৩-এ প্রকাশিত তা ১৫ এপ্রিল, ২০০৪ থেকে অর্থাৎ যে দিন সরকারী গেজেটে এই বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হয়েছে সেদিন থেকে পরিবর্তন করছেন।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

G.S.R.261(E) - জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ এর ৬২নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (চেয়ারপারসন ও অন্যান্য সদস্যবর্গের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্ত) নিয়মাবলী, ২০০৩ -কে বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত নিয়মাবলী ১৫ এপ্রিল, ২০০৪ থেকে চালু হবে ব্যতিক্রম হবে শুধু এই নিয়মাবলী চালুর পূর্বে যা কিছু করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে।

[F নং J 22018/57/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

S.O.753(E) - জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ (২০০৩ এর ১৮ নং)-এর ১নং ধারার (৩)নং উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা স্থির করছেন যে, ২০০৪ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে নিম্নলিখিত ধারাগুলির বলবৎ হবে, যথা - ৩ থেকে ৭ নং (উভয় ধরে) ধারা, ১৮ থেকে ৪৮ (উভয় ধরে) নং ধারা, ৪৯ থেকে ৫৩ (উভয় ধরে) নং ধারা, ৫৫ থেকে ৫৮ (উভয় ধরে) নং ধারা এবং ৬০ও ৬১ নং ধারা।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

# ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা ii. তে জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষের ঠিকানা হবে 475, 9th সাউথ কুপা স্ট্রীট; মুখবন্ধের ৯ নং লাইনে ৮([illegible]) এর জায়গায় পড়তে হবে 8(j); ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২ নং লাইনে মুদ্রিত (ক), (খ), ([illegible]), ([illegible]), ([illegible]), ([illegible]), ([illegible]) এর জায়গায় (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) পড়তে হবে ; একই সংশোধন হবে পৃষ্ঠা ৭ এর ৫ম অনুচ্ছেদে; পৃষ্ঠা ৪ এর ১৪ এবং ১৫ লাইনে (ক), (খ) এর জায়গায় (i), (ii).হবে ; একই সংশোধন হবে পৃষ্ঠা ৫ এর ২য়, ৩য় লাইনে ; পৃষ্ঠা ১২ এর ৩য় লাইনে ([illegible]) এর জায়গায় (form) হবে ; পৃষ্ঠা ২৭ এর ২ য় লাইনে ([illegible]) এর জায়গায় (High Court) হবে ; পৃষ্ঠা ৩০ এর ৯ম লাইনে (৮[illegible]) এর জায়গায় (৮ম) হবে ; পৃষ্ঠা ৩৪ এর ৭ম লাইনে ১৫ [illegible] এর জায়গায় ১৫ই হবে ; পৃষ্ঠা ৩৮ এর ১৭ নং লাইনে ([illegible]) এর জায়গায় (Codes, mannual) হবে ; পৃষ্ঠা ৪০ এর ১৯ নং লাইনে ([illegible]) এর জায়গায় (access) হবে ; পৃষ্ঠা ৪৬ এর ৯ নং লাইনে ([illegible]) এর জায়গায় (IPR) হবে এবং শেষ লাইনে ([illegible]) এর জায়গায় (service charge) হবে ; পৃষ্ঠা ৪৭ এর শেষ অনুচ্ছেদে ([illegible]) এর জায়গায় (BMC) হবে ; পৃষ্ঠা ৫০ এর ৬ নং লাইনে (খ) এর জায়গায় (b) or (বি); পৃষ্ঠা ৫৩ এর ১০ নং লাইনে ([illegible]) এর জায়গায় (MoU) হবে ; পৃষ্ঠা ৬৩ এর ১৬ নং লাইনে [illegible] (ক) এর জায়গায় clause (a) হবে।

# ABOUT NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY

Biodiversity is a multi-disciplinary subject involving diverse activities and action. It encompasses the variety of all life on earth. With only 2.5 per cent of land area, India already accounts for 7.8 percent of global recorded species. Over 46000 species of plants and 81,000 species of animals have been recorded in the country so far by the Botanical Survey of India, and the Zoological Survey of India, respectively. India is an acknowledged center of crop diversity, and harbours many wild relatives and breeds of domesticated animals. India is also rich in traditional knowledge, both coded and informal. The stakeholders in biological diversity include the Central Government, State Governments, institutions of local self-governmental organizations, industry, etc. One of the major challenges before India lies in adopting an instrument, which helps realize the objectives of equitable sharing of benefits enshrined in the Convention of Biological Diversity.

India is party to the Convention of Biological Diversity (1992). The Government of India established The National Biodiversity Authority (NBA) in 2003 at Chennai in accordance with Biological Diversity Act, 2002, with the following objectives.

i. To regulate access to biological resources, of the country with the purpose of securing equitable share in benefits arising out of the use of biological resources, and associated knowledge relating to biological resources.
ii. To conserve and sustain able use of biological diversity.
iii. To respect and protect knowledge of local communities related to biodiversity
iv. To secure sharing of benefits with local people as conservers of biological resources and holders of knowledge and information relating to the use of biological resources.
v. Conservation and development of areas of importance from the standpoint of biological diversity declaring them as biological diversity heritage site.
vi. Protection and rehabilitation of threatened species and
vii. Involvement of institutions of State Governments in the broad scheme of the implementation of the Biological Diversity Act through constitution of committees.